ণ-শৃঙ্খল নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীরাধামাধব কর দ্বারা প্রকাশিত।

১৭৮৫ শক।

মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা,
৬৪।১, ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, "লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।



প্রায় আট বৎসর অতীত হইল কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়। প্রথমতঃ ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার কোন কল্পনাই ছিল না। কিন্তু আমি এতৎপ্রণেতাকে ইহার মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত অনুরোধ করাতে তিনি আমাকে ইহার স্বত্ব দান করিয়া প্রকটন করিতে অনুমতি করেন। আমি সুহৃদের শ্রমোপার্জ্জিত কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নিজব্যয়ে ইহা প্রচার করিলাম।

ঢাকা।
১২৭০ সাল।
তাং ৩০ আষাঢ়।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

স্বর্ণ শৃঙ্খল নাটক যখন রচনা হয় তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর আরও পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আর ঢাকা হইতে ইহার যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহাও আজ সাতচল্লিশ বৎসরের কথা। সেই অবধি ইহার আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। যিনি ইহার রচয়িতা তিনি তখন ইহার অঙ্গে নাম মুদ্রিত করিয়া আপনাকে গ্রন্থকর্ত্তৃরূপে প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। রচয়িতার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বন্ধুকীর্ত্তি রক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে ইহা ছাপাইয়াছিলেন।

যিনি এই পুরাতন নাটক খানির রচয়িতা তিনি আর এখন কোথাও অজ্ঞাত নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি আপনাকে এমন অক্ষয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন যে, কোন দিনই সেখানে কেহ তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। ভৈষজ্যরত্নাবলী নামে ইংরাজী ভৈষজ্য নিদানের উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা সঙ্কলন প্রকাশ করিয়া পিতৃদেব যেমন বর্ষে বর্ষে চিকিৎসা শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করিতেছেন, তেমনি সাহিত্য-সংসারেও ঐ গ্রন্থের রচনাতেই প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এখন সাহিত্যের অন্য বিভাগে যেখানে তিনি নিজে জীবদ্দশায় নাম প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই সেখানে যদি আজ তাঁহার নাম প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার স্বর্গগত আত্মার আর এখন বিরক্তি উৎপাদন করিবে না।

পিতৃদেব ১২৬২ সালে স্বর্ণ-শৃঙ্খল নাটক রচনা করেন, তখন তিনি বরিশালের সরকারী ডাক্তার ছিলেন। যে বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৭০ সালে এই নাটক খানি ঢাকায় প্রথমবার ছাপান তিনিও পিতৃদেবের অধীনে সহকারী ডাক্তার ছিলেন। ঢাকায় যখন এই নাটক খানি ছাপা হয় তখন পিতৃদেব ঢাকায় বদলী হইয়াছিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুও ঢাকায় ডাকঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়েই ঢাকায় তাঁহারও প্রথম নাটক "নীলদর্পণ" রচিত, মুদ্রিত ও "পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি" নামক নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়। পিতৃদেবই নীলদর্পণের ছাপার "প্রেফ" সংশোধন করিয়া দিয়া উহার প্রকাশে সাহায্য করেন। দীনবন্ধু বাবুর নীলদর্পণের ছাপা ও অভিনয় দেখিয়াই সম্ভবতঃ বৃন্দাবন বাবু স্বীয় বন্ধুর রচিত এই নাটক খানি প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে, আর সেই জন্যই এই নাটক খানি নীলদর্পণের ১২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও দুই বৎসর পরে সাধারণে প্রকাশিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তত প্রাচীনকালেও এই নাটক খানি অভিনয়ের জন্যই রচিত হইয়াছিল—এ সংবাদ এতদিন সাধারণে অজ্ঞাত ছিল। পিতৃদেবের এই নাটক খানি বিস্মৃত এবং প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। পিতৃকীর্ত্তি রক্ষাকল্পে আজ আমরা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম।

১০৭ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
২৩ আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

শ্রীরাধামাধব কর।

একখানি বিস্মৃত নাটক।

(রঙ্গমঞ্চ, ভাদ্র, ১৩১৭ সাল, হইতে উদ্ধৃত।)

বাঙ্গালা সাহিত্যের নাট্যশ্রেণীতে একাল পর্য্যন্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বড় অল্প জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমাদের দেশে আবার যাত্রা ও থিয়েটারের উপযোগিতা-ভেদে এই নাট্য-সাহিত্যেরও প্রকার ভেদ আছে। সেরূপ ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই।

থিয়েটারের উপযুক্ত নাট্যগ্রন্থ আর যাত্রার উপযুক্ত "গীতাভিনয়" গ্রন্থগুলি সংখ্যায় বড় অল্প নহে। এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বহু বিষয় আছে; কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ইতিহাসে কবে সেগুলির বিবরণ সংগৃহীত হইবে এবং সমালোচকেরা কবে সেগুলির আলোচনা করিবেন, তাহা জানি না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুস্তকাগারে দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্ত-প্রায় পুস্তকগুলির সংগ্রহ করিতে করিতে এমন সকল নাটকের দর্শন পাইতেছি যে, নানা কারণে তাহার মধ্যে কতকগুলির পুনর্মুদ্রণ হওয়া আবশ্যক। আজ আমরা তাহার মধ্যে একখানির বিবরণ উপস্থিত করিতেছি।

গ্রন্থখানির নাম "স্বর্ণশৃঙ্খল" নাটক। প্রণেতার নাম পুস্তকের অঙ্গে প্রকাশিত নাই। যে পুস্তকখণ্ড আমরা সম্মুখে রাখিয়া ইহার বিবরণ সংগ্রহ করিতেছি, সেখানি পরিষৎ-পুস্তকালয়ের ৯১৫ সংখ্যক গ্রন্থ এখানি ঢাকার ইমামগঞ্জে সুলভযন্ত্রে ১৭৮৫ শকে (১২৭০ সালে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) ছাপা হইয়াছিল। এখানি কোন্ সংস্করণের পুস্তক তাহা মুদ্রিত না থাকিলেও জানিবার বা বুঝিবার পক্ষে কোন সন্দেহ নাই, কারণ পুস্তকখানির "বিজ্ঞাপনের" শেষে প্রকাশক

মহাশয় প্রকাশের যে তারিখ দিয়াছেন, তাহা "১২৭০ সাল, ২০শে আষাঢ়" আর গ্রন্থখানি ছাপাও হইয়াছে ১২৭০ সালে, তখন উহা হইতে অনায়াসে বুঝা যাইতেছে যে, এখানি প্রথম সংস্করণেরই পুস্তক। পুস্তকখানির মূল্য ছিল ।৵০ আনা মাত্র। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে গ্রন্থকারের এক "সুহৃদ্" এই গ্রন্থের প্রকাশক। তাঁহার বিজ্ঞাপনটিতে এই গ্রন্থের এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার একটু ইতিহাস আছে। * * * প্রকাশকের উপাধি এখানে "শর্ম্মা" মাত্র লিখিত হইলেও পুস্তকের মলাটের ছাপা হইতে, উহা যে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' তাহা জানিতে পারিয়াছি। এই বিজ্ঞাপনটিতে ইতিহাসের উপযুক্ত প্রধানতঃ তিনটি কথা জানিতে পারা যায়। প্রথম গ্রন্থখানির রচনাকাল,—প্রকাশের সময়ের আট বৎসর পূর্ব্বে উহা রচিত হয়; দ্বিতীয়—উহার জন্মস্থান—বরিশাল; তৃতীয়—গ্রন্থকারের বা প্রকাশকের কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার জন্য এই নাটক লিখিত হয়। ১২৭০ সালে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়, তাহার আট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৭০—৮=১২৬২ সালে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) এখানি রচিত হইয়াছিল আর এই নাটকের অভিনয়-জন্য প্রকাশকের "কতিপয় সহৃদয় বন্ধু" যে ১২৬২ সালে একটি নাট্যসম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এই আবশ্যকীয় সংবাদটি এতদিন অজ্ঞাত ছিল। পুস্তকখানি বরিশালে রচিত এবং ঢাকায় মুদ্রিত হয়;—ঐ নাট্যসম্প্রদায় এই উভয় স্থানের কোথায় গঠিত হইয়াছিল তাহা কিন্তু ইহা হইতে জানা গেল না। কলিকাতাতে তখনও বিশেষ ভাবে বাঙালী-সমাজে নাট্যামোদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। * * * * আমাদের অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থখানির রচনাকাল ধরিয়া এই সকল নাটকের জন্মকাল বিচার করিলে, দেখা যায় যে, এখানি তথা-কথিত

আদি বাঙ্‌লা নাটক "কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের" এক বৎসরের কনিষ্ঠ, আর প্রকাশ-কাল ধরিয়া বিবেচনা করিলে, এখনি "নীল-দর্পণের"ও কনিষ্ঠ হইয়া পড়ে, কারণ নীলদর্পণও প্রথমে ঢাকায়, ১২৬৭ সালে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) ছাপা হইয়াছিল। ১২৬৮ সালে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) ঢাকায় "নীলদর্পণ" সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সেখানে যে সম্প্রদায় উহার অভিনয় করেন, সে সম্প্রদায় "পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি" নামে পরিচিত ছিলেন। নীলদর্পণ অভিনয়ের দুই বৎসর পরে ঢাকাতেই আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে, যে "সহৃদয় বন্ধুগণের অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়"—সেই বন্ধুগণই বা ঢাকার এই পূর্ব্ব-বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির অভিনেতৃবর্গ। আবার মনে হয়, যখন বরিশালে এখানি রচিত হয়, তখন বরিশালেই যে সে "সহৃদয় বন্ধুগণ" নাট্যসম্প্রদায় গঠিত করেন নাই, তাহারই বা নিশ্চিত প্রমাণ কোথা? যাহা হউক, এই বিস্মৃত এবং লুপ্ত-প্রায় নাটকখানির আবিষ্কার হওয়াতে, ইহা হইতে কৌতুহলোদ্দীপক কয়েকটি নূতন তথ্যও জানা গেল। যে পুস্তকখণ্ড লইয়া আমরা এই বিবরণ লিখিতেছি,—এখানিও আবার একটু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ হইয়া আছে দেখা যাইতেছে। ইহার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দুইটি নাম লেখা আছে,—বাঙলায় শ্রীহীরালাল বসু এবং ইংরাজীতে * * Burman আর প্রথম পৃষ্ঠায় বাঙলায় লেখা আছে "সিংস থিয়েটার—শ্রীনারায়ণ সিংহ ম্যানেজার।" এই থিয়েটার সম্প্রদায় বা ইহার ম্যানেজার মহাশয়ের কোন বিবরণ জানা যায় নাই কিন্তু একটা যে ছিল তাহাই জানা গেল, এই টুকু লাভ। অতঃপর পুস্তকখানি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করিব। গ্রন্থখানির বর্ণনীয় বিষয়—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব"

ইহার সমকালের রচনা হইলেও উহা সংস্কৃত নাটক রচনার রীতিতে লিখিত আর আলোচ্য গ্রন্থখানি ইংরাজী বিদ্যাবিৎ ব্যক্তির রচনা বলিয়া উহাতে ইংরাজী নাটকের রচনানীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল বিদ্যাসাগরী ভাষা। স্ত্রী শূদ্রাদি পাত্রের কথা রচনায় কুলীনকুল-সর্ব্বস্বকার বাঙলার কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রাকৃত ভাষার স্থলে সংস্কৃত নাটকীয় রীতি বেশ কৌশলে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণশৃঙ্খল নাটককার তাহা করেন নাই, তিনি সর্ব্বত্র একই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন আর তাহা বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার ভাষা। এই গ্রন্থখানিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা রচয়িতার পক্ষে প্রশংসার কথা না হইলেও আদি যুগের নাটকের এবং তখনকার বাঙ্গালী সমাজের উপযোগী হইয়াছিল। ইহাতে পাণ্ডব ও কৌরবগণের কথাবার্ত্তা, রীতি নীতি, চালচলন— সমস্তই সসাগরা ধরণীধর চন্দ্রবংশের উপযোগী না হইয়া বঙ্গদেশের বড় বড় জমীদার ঘরাণা লোকদিগের ন্যায় হইয়াছে; একালে—কল্পনার এই উন্নতির দিনে ঐ সকল চরিত্রের ঐরূপ আদর্শোচিত বর্ণনা পাঠ করিতে বড় কৌতূহল জন্মে। অন্তঃপুরিকাদের ভাষায় ও চালচলনেও গ্রন্থকার, যে শ্রেণীর পুরুষের আদর্শ লইয়াছেন, সেই শ্রেণীরই মহিলাদের আদর্শ লইয়াছেন। পুস্তকখানি সুখপাঠ্য;—পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রাপ্তিসুলভ হইলে ভালই হইবে।

আর একটি মাত্র কথা জানাইয়া আমরা বিদায় লইব। গ্রন্থখানিতে যদিও কোথাও গ্রন্থকারের নাম নাই, তথাপি আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ইহার রচয়িতা স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়। দুর্গাদাস বাবু যখন ঢাকার সরকারী ডাক্তার ছিলেন, সেই সময়েই সুপ্রসিদ্ধ নাটককার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরও সেখানে ডাকঘরের

পরিদর্শক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুতাও হইয়াছিল। নীলদর্পণ ছাপা আরম্ভ হইলে ডাক্তার দুর্গাদাস তাহার "প্রুফ" দেখিয়া দিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকাশকাল ধরিলে "স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক" নীলদর্পণ নাটকের দুই বৎসরের পরবর্ত্তী হয় কিন্তু রচনাকাল ধরিলে উহা নীলদর্পণের দ্বাদশ বৎসরের এক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী। স্বর্ণশৃঙ্খল নাটকে রচনা পরিপাট্য এবং ভাববিকাশ বেশ আছে। ভৈষজ্যরত্নাবলীর রচয়িতার নাম যদি এখন ইহার পৃষ্ঠে রচয়িতারূপে মুদ্রিত হয়। তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যগৌরব নষ্ট হইবে না। দ্রৌপদী প্রেমের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে পঞ্চপাণ্ডবকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ভাবটি হইতে গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন।



স্বর্ণ-শৃঙ্খল নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ, সভার মধ্যস্থিত গৃহ।

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

নকুল। যদ্বিধের্মনসি স্থিতং।

সহদেব। আজ্ঞে তা তো জানেন, তবে বৃথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি?

নকুল। সত্য। কিন্তু এ সকল ভয়ানক উৎপাত দেখিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইতেছে। এ সকল কখনই নিরর্থক নয়। অকস্মাৎ উল্কাপাত, দশদিক্ অন্ধকার, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, অকারণে অন্তঃকরণে ক্ষোভ, এ সকল পণ্ডিতেরা

রাজবিপ্লব, গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, মহামারী প্রভৃতি অশুভের চিহ্নস্বরূপ কহিয়াছেন।

সহদেব। হাঁ, অমঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ বটে, কিন্তু ইহারা অমঙ্গলের কারণ তো নয়। দেখুন, সংসারে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, আমাদের অনিষ্টের মুখ্য কারণ, আমাদের স্বীয় স্বীয় দুষ্কৃতি মাত্র। স্বোপার্জ্জিত ধন অবশ্যই ভোগ করিতেই হইবে, স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফল অবশ্যই ভক্ষণ করিতে হইবেক, আত্মকৃত শুভাশুভ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবেক। এ নিয়মের অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নন। দেখুন, দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ নিয়ম অতিক্রম করিতে পারেন নাই। স্বহস্ত-মথিত অর্ণবোত্থিত হলাহল পান করিয়া কি তাঁহাকে নীলকণ্ঠ হইতে হয় নাই! তবে ভয়েরই বা বিষয় কি? চিন্তারই বা বিষয় কি? অপিচ দৈবকৃত অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন যে সকল অমঙ্গল উপস্থিত হয়, বাস্তবিক সে সকল অমঙ্গলই নয়, আমরা ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাহাদিগকে অমঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করি। দেখুন, দৈবকৃত অমঙ্গলের মধ্যে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক আর কিছুই নাই, কিন্তু বিবেচনা করিলে মৃত্যুকে অমঙ্গল জ্ঞান করা আমাদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা মাত্র বোধ হইবেক। মর্ত্ত্য লোক অজর অমর হইলে প্রমত্ত মাতঙ্গাপেক্ষা প্রবলতর রিপুগণের অঙ্কুশস্বরূপ পরলোকভয় বিলুপ্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ প্রভৃতি এককালে তিরোহিত ও জগৎ নিয়মশূন্য হইত। আর এই সুচারু সংসার-শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া ছারখার হইত,

আর অমরত্ব, যাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা সর্ব্বসুখের পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করি, অনন্ত ক্লেশের কারণ হইত।

নকুল। ভাই, যাহা কহিলে যথার্থ বটে। সম্প্রতি তোমার সারবৎ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাভ্রপ্রায় আমার ভয়-বিচলিতচিত্ত স্থির হইল।

সহদেব। ভয় কি? মহাশয়, মন স্থির করুন। আমরা যদি সৎপথে থাকি, অধর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে দেবদ্বিজপ্রসাদাৎ আমাদের কখনই অনিষ্ট হইবে না। বিশেষতঃ আমাদের রাজা ধর্ম্ম, কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, কখনই অশুভ ঘটিবেক না। আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি মহারাজকে বিমর্ষ দেখিয়া আসিয়াছি, মহাশয় গিয়া সান্ত্বনা করুন।

নকুল। ভাল ভাই! যা হবার তাই হবে, আমি এক্ষণে রাজার নিকটে যাই, বিশেষতঃ অনেক দীন হীন প্রজারা রাজদ্বারে দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের আবেদন শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য বিচার করিতে হইবে।

(নকুলের প্রস্থান।)

সহদেব। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমাদের উপর যে একটা ভয়ানক বিপদ ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া আসিতেছে, আমি জ্যোতিষের দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতেছি। কিসে যে কি বিপদ, কি প্রকারে আসিবে, আর কি উপায় দ্বারাই বা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইব, তাহার কিছুই উদ্দেশ পাইতেছি না। জগদীশ্বরের লীলা অচিন্তনীয়! বিশ্বযন্ত্র সঞ্চালনার্থে কি চমৎকার কৌশল সকলই করিতে-

ছেন। অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী আমরাও অজ্ঞাতসারে সেই কৌশলের উপযোগিতা করিতেছি। অবশ্যই কোন মহাব্যাপার সম্পাদনের নিমিত্ত আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইতেছে। (নেপথ্যে গান—শোতিথিহামে রঙ মহলামে) এই যে, মধ্যম দাদা আসিতেছেন। হা! অনেকে আক্ষেপ করিয়া কহেন যে, জগদীশ্বর আমাদিগকে জ্ঞানালোক দিয়াও তাহার জ্যোতিঃ সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত রাখিয়া আমাদিগকে কূপমণ্ডূকস্বরূপ করিয়াছেন। কিন্তু কি চমৎকার! একবার কি ভ্রমেও বিবেচনা করেন না যে, বিশ্বরচনাতে বিশ্বের মঙ্গলই বিশ্বকর্ত্তার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগকে যে যে নিয়মে বদ্ধ রাখিয়াছেন, যে যে শক্তি ও যে যে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহাই আমাদের শুভকর, তাহাই আমাদের মঙ্গলহেতু, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত। তদতিরিক্ত দুরাশামাত্র। আমরা শিশুগণকে যে নিয়মে আহার প্রদান করি, তাহাই তাহাদের সুপথ্য। তাহাদের স্বেচ্ছামত আহার দিলে কি অস্বাস্থ্যকর হয় না? আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবেক জানিতেছি, কিন্তু তাহাতে ফল কি? "লাভঃ পরমো গোবধঃ" এই মাত্র। মধ্যম দাদা এ বিষয় জ্ঞাত নন, তাহাতেইবা তাঁহার ক্ষতি কি? নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছেন। আমার মত জ্যোতির্ব্বিদ্ নহেন, চিতা অপেক্ষা তাপপ্রদ চিন্তানল তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে না। বলির ছাগের আশু মৃত্যু জ্ঞান হইলে কি তৃণ সে গ্রহণ করে?

(ভরত সিংহ ও বলবন্ত সিংহ দুই মল্লের সহিত শোতিথি হামে ইত্যাদি গান করিতে করিতে ভীমসেনের প্রবেশ।)

সহদেব। মধ্যম দাদা, আসতে আজ্ঞা হউক, মহাশয়! সংবাদ কি?

ভীম। (বলবন্ত মল্লের প্রতি) কেঁও জি বলবন্ত, সাকো গে?

বলবন্ত। মহারাজকা হুকুম, আওর ক্যা।

ভীম। পরসো যো দাওঁ শেথ্‌লায়া ইয়াদ্ হায়?

বলবন্ত। হাঁ মহারাজ হায়। ওস্ বরাস্ যাব মহারাজসে ছুট্টি লেকে বায়রাট আওর দ্রাবিড় আওর দ্রোপাদ আওর আওর সব মুলুক দেখ্‌কে অ্যায়া, দোহাই রামজীকে একো জওয়ান নজর না পড়া, যো মহারাজকে মোদ্দার হেলাওয়ে।

সহদেব। কি মধ্যম দাদা, ব্যাপার কি?

ভীম। (বলবন্তের প্রতি) আচ্ছা,আপ্‌না বাত্‌তো কহো, সেকোগে ইয়া নেই?

বলবন্ত। কেঁও নাহি সাকেঙ্গে, মহারাজকে নেমাক্ খাতে নেই? মহারাজকে মোদ্দার ওঠানেওয়ালা কোই জয়ান রাহে তো হাম্‌সে লাঢ়ে।

ভীম। হামারা মোদ্দার হেলানে তোম্ বি তো নাহি সাক্‌তা?

বলবন্ত। কোন্ হাম? মহারাজকে সামনে উস্ রোজ মহারাজকে মোদ্দার হেলায়া নেই? ভালা ভরত তুতো কহো?

ভীম। হাঁ হেলায়াথা লেকেন মুসে সেরভার লহুবি ছুটা থা।

বলবন্ত। হাঁ উহ তো থালি—

সহদেব। মধ্যম দাদা মহাশয়, ব্যাপারটা কি?

ভীম। কে হে সহদেব, আরে ভাই আজ একটা বড় কৌতুক আছে, বিরাটরাজ: কীচকের শিক্ষিত এক মল্ল পাঠাইয়াছেন, আর

দর্প করিয়া কহিয়াছেন যে, ইহার তুল্য মল্ল যদি ইন্দ্রপ্রস্থে থাকে, তবে ইহার সহিত যুদ্ধ করাইয়া কৌতুক দেখিবা।

সহদেব। বটে, যুদ্ধ কবে হবে ?

ভীম। অদ্যই ইহার পরীক্ষা হবে (গান--শোতিথী ইত্যাদি।)

সহদেব। দাদা, এ গান পেলেন কোথায় ?

ভীম। কেন, গত রাত্রে দ্রাবিড়ী নর্ত্তকী এই গান দ্বারা রাজসভা মোহিত করিয়াছিল ! তুমি কল্য সভায় ছিলে না ? দেখ নাই ? মহারাজ এই গানে মোহিত হইয়া বামস্থিতা সস্মিত-বদনা পাঞ্চালীর প্রতি বারম্বার সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সহদেব। এমন স্ুন্দর গান কি আর নাই ?

ভীম। ওহে তৎকালে আমি সমুদায়ই শিখিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে এই অংশ বই আর স্মরণ হয় না।

সহদেব। অপরাধ মার্জ্জনা অনুমতি হয়, তবে এক নিবেদন করি।

ভীম। স্বচ্ছন্দে বল, আমার নিকটে কি তোমার অপরাধ হইতে পারে ?

(হস্ত দ্বারা সহদেবের কেশ আমর্শন)

সহদেব। আজ্ঞে, এ রাগিণী তো এ সময়ের নয়।

ভীম। ওঃ সকল রাগিণীই তো সুললিত। আমার যখন যাহা মনে উদয় হয় তাহাই গাই, আমি ও সকল গ্রাহ্য করি না। নকুল কোথায় ?

সহদেব আজ্ঞা, তিনি এই মাত্র এ স্থান হইতে গেলেন। কল্য অবধি যে সকল অমঙ্গলসূচক দৈবঘটনা হইতেছে, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ আছেন।

ভীম। হাঁ, আমি তা জানি ; আমার সঙ্গেও তাহার এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। ভাই সহদেব, আমি এ সকল বিষয় আন্দোলন করিয়া বৃথা চিত্ত বিচলিত করি না। হাঁ, এ সকল উৎপাত অকস্মাৎ ঘটিতেছে বটে, আর ইহারা আসন্ন বিপদের চিহ্নও বটে, কিন্তু এ সকল চিন্তা করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের ফল কি ? ইহারা যে কি বিপদের অগ্রগামী, তাহা জ্ঞাত নই, ও জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনাও নাই ; হাঁ, চিন্তা দ্বারা জানিতে পারিলে সে স্বতন্ত্র, নচেৎ চিন্তার ফল কি ? আনন্দে কালযাপন কর : বিপদ উপস্থিত হইলে তৎ-প্রতীকারার্থে যথাযোগ্য উদ্যোগ করাই মনুষ্যত্ব ; উদ্যোগী পুরুষই সিংহ, নচেৎ ভাবী বিষয়ে হা হতোস্মি করা, কেবল উপস্থিত বিষয় নষ্ট করা মাত্র, অনধিকার চর্চ্চায় ফল কি ?

সহদেব। মহাশয়ের এ কথা শুনিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল, আমিও এই সকল চিন্তায় উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

ভীম। আর ও সকল বিষয় মনে করিও না, আইস মল্লভূমিতে যুদ্ধের সজ্জা করিতে যাই। (সহদেবের হস্ত গ্রহণ।)

সহদেব। মহাশয়ের হস্তে কি ?

ভীম। কৈ ? (হস্ত দৃষ্টিপূর্ব্বক) ওঃ এ ক্ষতটা ? ও এক বড় কৌতু-কের ব্যাপার হইয়াছিল। আমি সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি, দেখি যে, নগরবাসিনী কুলা-ঙ্গনারা স্নানে গমন করিতেছে। ইতিমধ্যে রাজ-উদ্যানস্থ সেই বৃহৎ গণ্ডারটা রক্ষকের শিথিলতায় কোন প্রকারে পিঞ্জর হইতে বহির্গত হইয়া সেই দিকেই আইল, আর ঐ কুলনারীদিগের শ্বেত পীত লোহিতাদি নানা বর্ণের বসন

দৃষ্টে ও তাহাদের সুমধুর মঞ্জীরধ্বনিতে বর্ব্বরের ন্যায় এক কালে বিরক্ত হইয়া মহাবেগে তাহাদের দিকে ধাবমান হইল। কুটিলনয়নাগণ, রাজহংসীদল বুভুক্ষু শৃগাল দৃষ্টে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া কলরব করে, তদ্রূপ কলরব করতঃ পলায়নপরায়ণা হইল। তন্মধ্যে এক যুবতী গুরু-নিতম্ব-ভরে দ্রুত গমনে অশক্তা হইয়া পশ্চাৎ রহিয়া গেল, খড়্গী শারদাম্বরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল, হরিণাক্ষী যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ অবলোকন করতঃ ভয়ে চিত্রার্পিতাপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল। আমি এতদ্দৃষ্টে দ্রুত যাইয়া গণ্ডারের খড়্গ ধারণ করিলাম। কিন্তু ধারণমাত্রই খড়্গ ভগ্ন হইয়া গেল, ইহাতে পশু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তদ্দিকে ধাবমান হইল। আমি বিপদ দেখিয়া এক মুষ্টিকাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিলাম। তৎকালে তাহার নাসাগ্রসংলগ্ন ভগ্ন খড়্গ আমার হস্তে লাগিয়াছিল।

সহদেব। কবীন্দ্র রাজবৈদ্যের নিকট হইতে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে, ভাল হয় না?

ভীম। কবীন্দ্র রাজবৈদ্য! কপীন্দ্র গো-বৈদ্য। আমি তাহার নিকট ঔষধার্থে যাই, সে আমার আহার রুদ্ধ করুক; এখনি কহিবে, ক্ষত বশতঃ জ্বর জন্মে নাড়ীতে কিঞ্চিৎ বেগ দেখিতেছি। অতএব “জ্বরাদ্যে লঙ্ঘনং পথ্যং” আমি লঙ্ঘন দিব? আমার বৈদ্যের প্রয়োজন নাই, চল রঙ্গভূমিতে যাই।

সহদেব। এখনও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন—

ভীম। কি! প্রাতঃক্রিয়াদি এখনও হয় নাই, এতক্ষণ কি কার্য্যে ছিলে? দেখ আমি স্নান পূজা প্রাতরাশ পর্য্যন্ত সকল সমাপন করিয়া আসিয়াছি। যাও, শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আইস, আমি রঙ্গভূমিতে অগ্রসর হই।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজ-অন্তঃপুর গৃহ।

(দ্রৌপদী সিংহাসনে উপবিষ্টা। সরলা নাম্নী সহচরী কেশ বিন্যাস করিতেছে।)

সরলা। দেবি, যূথিকা-মালাতে অদ্য কবরীর কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছে! নিদাঘাবসানে নবীন-নীরদাঙ্কে সৌদামিনীর শোভাকেও বিড়ম্বিত করিয়াছে। আহা! গণ্ডপতিত অলকা গোছাটী কর্ণপার্শ্বে তুলিবার প্রয়োজন নাই, অতি মনোহর হইয়াছে।

দ্রৌপদী। (সস্মিত বদনে) অয়ি সরলে, নীরদ-সৌদামিনীর শোভা কি তোমার এতই মনোহর বোধ হয় যে, তুমি আর উপমা পেলে না? তুমি ও উপমা আর ব্যবহার করিও না। ও উপমা ত ভাল নয়।

সরলা। কেন এ উপমার দোষ কি? কবিরা বারম্বার এ উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, এ অতি সুকোমল ও সুশ্রাব্য।

দ্রৌপদী। সত্য বটে, কিন্তু আমার মিষ্ট বোধ হয় না; দেখ, সকল বস্তুই প্রিয়, আর সকল বস্তুই অপ্রিয়, দেশ কাল পাত্র

বিশেষে প্রিয় অপ্রিয় হয়, অপ্রিয়ও প্রিয় হয়। নিদাঘকালে রবিকিরণে সন্তপ্ত দেহে অতীব সুখকর যে শীতল সুগন্ধ মলয়জ, হেমন্তাগমনে কে তার আদর করে?

সরলা। দেবি, আমি তোমার ভাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তোমার পূর্ব্ব ভাবের কি ভাবান্তর হইয়াছে যে, নীরদ-সৌদামিনীর তুলনা তোমার অসহ্য হইল? আর তুমি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, ও তোমার নেত্রসফরী অশ্রুনীরে সন্তরণ করিতেছে, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, আমাকে অকপটে বল।

দ্রৌপদী। সখি, ও কথার আর প্রয়োজন নাই। আমার চক্ষে পীড়া হইয়াছে, তাহাতেই বুঝি জল পড়িতেছে।

সরলা। কই? আমিতো তোমার চক্ষে কোন পীড়ার লক্ষণ দেখিতেছি না।

দ্রৌপদী। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) তবে বুঝি চক্ষে বালি পড়িয়াছে।

সরলা। হাঁ, তাই বটে, বালিই পড়িয়াছে বটে, চক্ষের বালি বড় জ্বালা।

দ্রৌপদী। দেখ দেখি, বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নির্গত করিতে পার কি না।

সরলা। ও বস্ত্রাঞ্চলের কর্ম্ম নয়। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার সহিত তোমার ছলনা উচিত নয়, আর প্রয়োজনই বা কি? স্ত্রীলোকের ভাব কি স্ত্রীলোকের নিকটে গোপন থাকে? আমার নিকটে তুমি কখন কোন কথা গোপন কর নাই, এক্ষণে এরূপ করাতে আমি মনবেদনা পাই।

দ্রৌপদী। (সখীর কণ্ঠ ধরিয়া সজল নয়নে) সখি, বিবেচনা করিলে বস্তুতঃ আমার মনস্তাপের কোন কারণ নাই, আকাশ-কুসু-

মের ন্যায় অলীক মাত্র। পঞ্চ আখণ্ডল আমার নাথ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী, বৈকুণ্ঠনাথ আমার সখা, দেবাসুর-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-নরগণ-পূজিত মহারাজা যুধিষ্ঠিরের পট্টমহিষী আমি, তথাপি স্ত্রীবুদ্ধি-প্রযুক্ত সপত্নী-ঈর্ষাতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

সরলা। তোমার এরূপ ঈর্ষা অতি অসঙ্গত, বল দেখি, তোমার ন্যায স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে আছে? হিড়ম্বা ঠাকুরাণী তো আপন পুত্র-গৃহে বাস করেন, স্বামীর সহ—

দ্রৌপদী। না না, হিড়ম্বার প্রতি আমার ঈর্ষা বা দ্বেষের লেশমাত্রও নাই। বরঞ্চ তাঁহার আমার প্রতি সপত্নীভাবে ঈর্ষা করা সম্ভব, কারণ, আমার বিবাহের পূর্ব্বে মধ্যম পাণ্ডবের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

সরলা। তবে আর কে? কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রা?

দ্রৌপদী। সখি, আর কেন আমাকে দগ্ধ কর? সুভদ্রাহরণকালে পার্থের সহিত অকূল-কূলস্থ বালুকাপেক্ষাও অসংখ্য যদু-বংশের যুদ্ধে সুভদ্রা পার্থের সারথি ছিল; যে দূত আসিয়া রাজার নিকট সকল বিবরণ বলে, সে কহিয়াছিল যে, প্রথম যুদ্ধেই জলদবরণ-পার্থক্রোড়ে তড়িৎবরণী সুভদ্রার অনুপম শোভা দৃষ্টে যাদবগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি ও উপমা আমার বিষ-সদৃশ বোধ হয়।

সরলা। ভাল দেবি, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি যে, পঞ্চ পাণ্ডব যদি প্রত্যেকে এক এক শত বিবাহ করে, তথাপি তোমার সদৃশ কেহই হইবেক না। এই যে ন ভূত ন ভবিষ্যতি রাজসূয় যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্রে

তোমারই কেশ অভিষিক্ত হইয়াছিল. হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সম্রাট্‌গণ দ্বারা তুমিই বন্দিতা হইয়াছিলে; এরূপ কি আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা ?

দ্রৌপদী। সকলই সত্য বটে, কিন্তু কি জানি, কল্য অবধি আমার মন কেন এমন হইতেছে ? আমি মন স্থির করিতে পারিতেছি না, সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। বিশেষতঃ গত রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তদবধি চিত্ত আরও ব্যাকুল হইতেছে।

সরলা। কি স্বপ্ন আমাকে বল দেখি ?

দ্রৌপদী। আমি যেন এক নিবিড়-অরণ্যানী-মধ্যে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছি, অকস্মাৎ দেখি যে, এক বৃক্ষস্কন্ধে এক সিংহ সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে, তাহারি অনতিদূরে একটা শৃগাল দ্বারা একটা সিংহী অপমানিত হইয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ ঐ সিংহের প্রতি বার বার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সিংহ এতাবদ্দৃষ্টে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল রহিয়া এক এক বার শৃঙ্খলের প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। এমত কালে দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ এক ঋষি তথায় উপস্থিত হইলেন, আর আমার বোধ হইল যে, সিংহের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের আকৃতি হইল। আমি এতদ্দৃষ্টে সম্ভ্রমে যেমন পলায়ন করিব, হঠাৎ উছট লাগিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই অবধি আমার মন অস্থির হইতেছে।

সরলা। ভাল, তুমি এ স্বপ্নের কি অর্থ করিয়াছ ?

দ্রৌপদী। আমি ইহার কোন অর্থই করিতে পারি নাই, সুভদ্রা কর্ত্তৃক আমার অপমান—

সরলা। না না, ও তোমার মনের বিকার মাত্র। যাহা হউক যদিও এ দুঃস্বপ্ন বটে, কিন্তু ইহাতে দুইটী সুলক্ষণ আছে। সিংহের সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ প্রযুক্ত সুবর্ণ দর্শন আর ব্রাহ্মণ দর্শন। আর ও সকল বিষয় আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। গত রাত্রে রাজসভাতে কেমন গান শ্রবণ করিলে, বল দেখি?

দ্রৌপদী। আহা কিবা গান! একটাত শ্রবণযোগ্য নয়। রাগ তাল দুই শুদ্ধ প্রায়ই নাই।

সরলা। কেন, মৈথিলী গায়িকা শঙ্করায় যে দুই গান করে—

দ্রৌপদী। ছি! ওর নাম কি শঙ্করা, শঙ্করা কাহাকে বলে, তাই তার বোধ নাই। প্রতিবার তাল লইলেই বেহাগের ঘরে আসিয়া পড়ে। বরঞ্চ বঙ্গদেশীয় নর্ত্তকী, ঝিঝিট, সিন্ধু, খাম্বাজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাগিণীর যে কয়েকটী গান করিয়াছিল, বড় মন্দ নয়! অন্যান্য গুণ যত থাকুক বা না থাকুক, গানগুলির ভাব বড় মন্দ নয়।

সরলা। আমি তৎকালে নিদ্রাতুর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলাম, অতএব সে গান শুনি নাই, শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, দুই একটা কি মনে আছে?

দ্রৌপদী। কি জানি, বোধ করি থাকিলেও থাকিতে পারে। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হাঁ, একটা গান মনে পড়িতেছে।

গীত।

(রাগিণী ঝিঝিট তাল আড়া তেতালা।)

প্রাণ সঁপিয়াছি যারে,
সে তো না ভাবে আমারে।

জীবনে কি প্রয়োজন,
সে যে অনুগত পরে।
হোয়ে তার প্রেমাধীন,
সদা তুষি নিশি দিন,
তথাপি সে ভাবে ভিন,
এ যন্ত্রণা কব কারে।
নানা ছলে কথা কোয়ে,
প্রেমপাশ গলে দিয়ে,
গেল মরম ভেদিয়ে,
ফেলে অকূল পাথারে॥

সরলা। এ গানটী সুললিত বটে, আর কি মনে আছে?

দ্রৌপদী। হাঁ, আরও একটা মনে পড়েছে, শুন।

গীত।

(রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।)

কেবল কথায় নাকি যায় কভু প্রেম রাখা।
জল বিনে পিপাসিত প্রবোধ কি মানে সখা॥
প্রথমেতে প্রাণনাথ,
সোহাগ বাড়ালে কত,
এখন সে ভাব যত,
হলো কি চখেরি দেখা।
যা হবার তাই হলো,
প্রেম ভ্রম ফুরাইল,
শেষ মাত্র এই হলো,
দেহেতে জীবন রাখা॥

সরলা। গান দুটী ভাল বটে, আর বোধ করি, তোমার মনের ভাবের সহিত ভাবের ঐক্য থাকা প্রযুক্ত তোমাকে বিশেষ ভাল লাগিয়াছে।

(বুড়ীর প্রবেশ।)

বুড়ী। মা গো মা কি জ্বালা! কি কপালের লিখন! চার দণ্ডের তরে সোস্তি নেই, যে দিকে যাই, সেই দিকেই বুড়ী বুড়ী বুড়ী! আ মর, বুড়ীর যেন কি দেখেছেন, তাই নড়ে চড়ে বুড়ীর এতেই হাত, বুড়ী যেন ওঁদের ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো, মরণও নাই যে, ম'রে দুদণ্ড জুড়াই। পোড়া যম যেন ভুলে রয়েছে, পেট্টা ভরে খাই, কি দুদণ্ড শুই—এমন সাধ নাই, বুড়ো বয়েসে কপালে এই ছিল, চিরকালটা জ্বলে পুড়ে মলুম!

(হাউ হাউ করিয়া রোদন।)

দ্রৌপদী। ও বুড়ী! কি কি কাঁদ কেন?

বুড়ী। ওমা! যে দিকে যাই, সেই দিকেই এই বাজনা, এই বাদ্দি, এই নাচ, এই গান, বাপরে বাপ! একবার থির নাই, মেয়েগুলি সব এক এক ধিঙ্গি, এক এক জনার এক এক নবরঙ্গের ভাব।

দ্রৌপদী। ওগো, কেন এত রাগ কেন?

বুড়ী। আ মর! ইনি আবার কে? যাও মেনে বুড়ীর সঙ্গে আর রঙ্গের দেইনি, তিন কাল গে এক কালে ঠেকেছে, আমার আর রস নেই।

সরলা। (বুড়ীর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে) ও বুড়ী! চিন্‌তে পারো নাই, মহারাণী যে।

বুড়ী। (দ্রৌপদীর মুখের নিকট দৃষ্টি করিয়া) ওমা রাজলক্ষ্মী আমার! তোমার বালাই নে মরি, আ মুখে আগুন! পোড়া মুখে নুড়ো জেলে দি।

(দ্রৌপদীর চিবুকে হস্ত দিয়া বারম্বার চুম্বন।)

দ্রৌপদী। (ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক) কার মুখে নুড়ো জেলে দাও, আমার?

বুড়ী। ও আমার ষেটের বাছা ষাঠ ষাঠ! (আপনার কেশহীন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই আমার মাথার যত চুল তত আই হোগ, হাতের নো বজ্জর হোয়ে থাকুক্, পাকা মাথায় সিন্দুর পর, হে পরমেশ্বর! রাজমাতা হও, নাইতেও যেন কেশ ছেঁড়ে না, পায় যেন দুব্বোর অঙ্কুরও ফোটে না। বুড়ীর আর কেউ নাই মা, তোমা বই বুড়ী ব'লে কেউ জিজ্ঞাসা করে না মা, বুড়ী ব'লে সব্বাই হেনস্তা করে।

(হাউ হাউ করিয়া রোদন।)

(চেটীর প্রবেশ)।

চেটী। মা ঠাকুরুন! অর্জ্জুনদেব পুষ্পগৃহে আসিতেছেন।

বুড়ী। (চেটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আমর ছুড়ী মর, চুলোয় যা, গোল্লায় যা, ভাতার পুতের মাথা খা, চোকের মাতাখাকী, সাতগতর খাকী আমায় দেখ্‌লে আবার ন্যাকরা বাড়ান। ওই কি বলে গেল।

দ্রৌপদী। না, ও তো তোমায় কিছু বলে নাই।

(চেটীর গমন, দ্রৌপদীর দৃষ্টি বহির্গত হইয়া বুড়ীর প্রতি মুখ বিকৃতি করিয়া পলায়ন।)

বুড়ী। ওই তো ভালখাকী রাঁড়ী আমায় মুখ ভেঙ্‌চে গেল, আমর! "এখন বোঝোনা যৌবনের ভরে, পশ্চাৎ কাঁদবি অজ্জব ঝরে।"

সরলা। (বুড়ীর কর্ণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে) ওলো নালো, তোরে কিছু বলে নাই, অর্জ্জুনদেব আসিতেছেন, তাই বলে গেল্ল।

বুড়ী। ওমা তবে আমি যাই, কি লজ্জার কথা, তিনি আমাকে অই কথা বলতে পাঠিয়েছিলেন, ঐ ছুঁড়ি ঠেঙ্গরে ভেঙ্‌চে আমায় সব ভুলিয়ে দিলে ; কি লজ্জা কি লজ্জা ! !—(বুড়ীর প্রস্থান।)

সরলা। দেবি ! আমি তবে এক্ষণে যাই।

দ্রৌপদী। না সখী, যাবে কেন, যেওনা, আমার সঙ্গে এসো।

সরলা। আমার বিশেষ কর্ম্মান্তর আছে।

দ্রৌপদী। কি কর্ম্ম ?

সরলা। পরে নিবেদন করিব।

(সরলা ও দ্রৌপদীর ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুষ্পগৃহে দ্রৌপদী উপবিষ্টা, অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

দ্রৌপদী। (দণ্ডায়মান হইয়া) কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! অদ্য কি সুপ্রভাত ! একি ; আকাশের চন্দ্র যে ভূমিতে উদয় ! লোকে ডুমুরের ফুল অতি অসম্ভবনীয় অলীক পদার্থের মধ্যে গণনা করে, আজকাল আপনিও প্রায় সেই ডুমুরের ফুলের ন্যায় হইয়াছেন ! আমি জাগৃত, কি স্বপ্ন দেখিতেছি !

অর্জ্জুন। (অর্জ্জুন সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক দ্রৌপদীর হস্ত ধরিয়া) বস বস, আমি স্বীকার করিতেছি যে. নানাবিধ কার্য্যান্তরে

ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত দুই দিবস সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। আমি এ অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কখনই নিরাশ হইব না; আর প্রিয়ে! আমি যেখানে থাকি না কেন, তোমা ছাড়া কখন নই, আমার হৃদয়রাজ্যের রাজ্ঞী তুমি, হৃদি মধ্যে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছ। দেখ,

পর্ব্বতশিখরে শিখী, নৃত্য করে হয়ে সুখী
গগণেতে নব ঘন, দরশন করিয়া।
লক্ষান্তের দিনমণি, দেখে ফুটে কমলিনী
যে ধনী সারা যামিনী, ছিল ক্ষুণ্ণা হইয়া।
দ্বিলক্ষ যোজন অন্তে, হেরি নিজ প্রাণকান্তে
কুমুদিনী ফুল্ল হয়, প্রেম আশা করিয়া।
অতএব শুন বলি, যে যার মনের অলি,
যথায় থাকুক আছে, কাছে সেই বসিয়া॥

দ্রৌপদী। (স্বগত) ওই গুণেই তো বাঁধা আছি, যাহাকে নয়নপথের অতিথি করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়, যাহার অমিয় বচন অনন্তকাল শ্রবণ করিলেও আকাঙ্ক্ষা নিবারণ হয় না, যাহাকে "আমার" শব্দ প্রয়োগ করণ সুখের অনুকরণ মাত্র কৈবল্যসুখ, আহা! সে আমার হইয়েও আমার হইল না! তার মনোরাজ্যে অধিকারী হইয়ে একখণ্ডে অন্যের অধিকার রহিল? এ সুধার ভাগ কি অন্যকে দেওয়া যায়? এ ধনে কি অংশাংশী চলে?

অর্জ্জুন। কেন, মৌনে রহিলে কেন? আর কি হেতুই বা ভাবান্তর দেখিতেছি? মনের মালিন্য দূর কর (সিংহাসন পার্শ্বে

পুষ্পপূর্ণ পুষ্পাধার দেখিয়া) দেখ দেখি, ঐ উৎফুল্ল মল্লিকাতে একটী মধুপ বসিয়া কি মনোহর শোভা করিয়াছে!

দ্রৌপদী। তোমারই মনোহর বোধ হইতেছে, তুমিই শোভা দেখিতেছ, নিজ অনুরূপ দেখিয়া তোমারই মনোরঞ্জন হইতেছে! আমার কেন হইবেক! বরঞ্চ আমার বিবেচনায় ঐ ধূর্ত্ত নির্দ্দয় লম্পট ষট্পদকে মল্লিকা হইতে দূর করাই উচিত। উহার প্রণয়ানুরাগিণী প্রেমাধিনী নলিনীকে বঞ্চনা করিয়া কি অন্য পুষ্পে মধুপান করা উহার উচিত? ছি ছি! পুরুষজাতিই এইরূপ বিশ্বাসঘাতক।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে, মধুব্রতের প্রতি অকারণ অনুযোগ করিতেছ। সে তো নলিনীর সহিত বঞ্চক বা শঠের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে না—ঐ দেখ ও মল্লিকা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এখনি গিয়া পুনরায় পদ্মমধুপানে নিমগ্ন হইবেক। ইহাতে অনাদর বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ না হইয়া বরঞ্চ মধুকর প্রিয়ার গৌরব বৃদ্ধিই করিতেছে. এমত বুঝায়; কারণ, যদিও কমল ভিন্ন শতকোটি অন্য পুষ্প আছে বটে, তথাপি ভ্রমর আর কোন পুষ্পে তুষ্ট না হইয়া সকলকে অবজ্ঞা করিয়া একা কমলিনী-কেই নিজ প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছে।

দ্রৌপদী। হাঁ, তুমিতো বল্‌বেই।

অর্জ্জুন। কেন ধনি, আমি অসঙ্গত কি বলেছি? আমার কথায় তুমি কি দোষারোপ করিতে পার?

দ্রৌপদী। তোমার সহিত বাক্‌চাতুরীতে আমিতো সমর্থ নই। যাই বল, আমি স্ত্রীলোক, কমলিনী আমার স্বজাতি; বিশেষতঃ আমাদের তুল্য দুর্দ্দশা; অতএব কমলিনীর দুঃখে

আমাকে স্বভাবতঃই কাতর হইতে হয়। তুমি পুরুষ, অবলাকে বঞ্চনা করা তোমাদের জাতীয় স্বভাব; তুমি যে ভ্রমরের পক্ষ হবে, সেও আশ্চর্য্য নয়।

অর্জ্জুন। চার্ব্বঙ্গি! ভ্রমরের প্রতি এত অনুযোগ কেন? এদের দোষ কি? আর নলিনীর সহিত তুমি সমব্যথ কেন?

দ্রৌপদী। বটে বটে, পুরুষের দোষ কি? ওমা, আমি কোথা যাব? তা বলবেই তো? আশ্রিত সরলা অবলাগণকে প্রতারণা করা তো তোমরা দোষের মধ্যে গণ্য করনা, বরঞ্চ সে তোমাদের পৌরুষের মধ্যে গণনীয়। তোমরা ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের মর্ম্মভেদ কর, স্বচ্ছন্দে বাক্-কৌশলে বিশ্বাস জন্মাইয়া পরে অবসর পাইলে সর্ব্বনাশ কর। কিন্তু একবারও মনে করনা যে, তোমাদের পক্ষে ক্রীড়া বটে, কিন্তু আমাদের মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তোমরাই যথার্থ পয়োমুখ বিষকুম্ভ। "আমি তোমার দাস" "আমি তোমা বই আর কারো নই" ইত্যাকার কয়েকটী বচন দ্বারা অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোককে ভুলাও। তোমাদের এক ধন্য শতেক ধন্য। আর আমাদেরও ধিক্ যে, বারম্বার বঞ্চিত হইয়াও এরূপ শূন্যগর্ভ বাক্যে আবার ভুলি।

অর্জ্জুন। বরাননে! যদি তুমি নিরপেক্ষ হইয়া বিচার কর—

দ্রৌপদী। ক্ষমা কর, আর আমার নিরপেক্ষতায় কায নাই, বিচারেও কায নাই, আমি যা শুনিয়াছি তাই যথেষ্ট, আর কেন?

অর্জ্জুন। হরিণাক্ষি! তথাচ একবার শুনা উচিত, না শুনিয়া দণ্ড করা অবিধি।

দ্রৌপদী। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া অর্জ্জুনের হস্ত আপন হস্ত হইতে নিক্ষেপ

পূর্ব্বক) যাও মেনে কত রঙ্গই জান, আমি আবার তোমার দণ্ড করিব ? তোমাকে দণ্ড করিবার আমার কি অধিকার আছে ? যখন ছিল, তখন ছিল, এক্ষণে যার আছে, তার আছে। ভাল, পুরুষের পক্ষে তোমার কি বক্তব্য আছে বল, শুনি।

অর্জ্জুন। প্রেয়সি ! পুরুষ শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমাদের অধীন। অনুগত বিবেচনায় তাহাদের দোষ মার্জ্জনা করাই তোমাদের মহত্ত্ব। দেখ, পুরুষের বল বুদ্ধি পরাক্রম সকলেরই আধার তোমরা। কবির কবিত্ব, বীরের বীরত্ব-সকলই তোমরা। কমল-কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সরোবরের কি সাধ্য, পুন্নাগ-রাগ-কেশর দ্বারা পুষ্পিত, কোকিলকূজিত উপ-বনের কি সাধ্য, রাকাশশিশোভনা গতঘনা যামিনীর কি সাধ্য, যে, বিনা কামিনী, কবির মনে কবিত্বরসের সঞ্চার করে ? অশ্বের হ্রেষা, রথচক্রের নির্ঘোষ, রণবাদ্যের ধ্বনি কি বীরের মনে সাহস দিতে পারে ? কিন্তু দেখ, তোমাদের কটাক্ষ মাত্রে মৃত দেহও সজীব হয়। তোমার স্বয়ম্বরকালে আমি যে সসৈন্য একলক্ষ নৃপতিকে একক পরাজয় করি, সে কার বলে ? তৎকালে আমার সাহস বল বুদ্ধি সকলই তুমি ছিলে, সে দুস্তার রণসিন্ধু উত্তরণে ধ্রুবতারা তুমিই ছিলে, তোমার সাহসপ্রদ কটাক্ষ না থাকিলে আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হইত। আমার কি ক্ষমতা যে, আমি সেরূপ যুদ্ধ করি ?

দ্রৌপদী। (অর্জ্জুনের বক্ষে মস্তক রাখিয়া) আমি তো পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তোমার সঙ্গে কথায় আঁটিব না। ভাল,

জিজ্ঞাসা করি, যদুকুলের সহিত কার কটাক্ষবলে যুদ্ধ করেছিলে?

অর্জ্জুন। (দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া অধর চুম্বন পূর্ব্বক) তোমারই দাসীর কটাক্ষে।

চেটিকা। (প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি) মহারাজ মহাশয়কে স্মরণ করিয়াছেন, লোক তত্ত্ব করিতে আসিয়াছে, কি উত্তর দিব?

অর্জ্জুন। (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে! আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই, শীঘ্রই পুনরায় আসিতেছি (পুনরায় অধর চুম্বন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের গমন।)

দ্রৌপদী। (স্বগত) জন্মজন্মান্তরীয় কত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফলে এরূপ পতি পাইয়াছি। হে জগদীশ! যেন জন্মান্তরে এমনি পতি পাই।—

(দ্রৌপদীর প্রস্থান।)

—:+:—

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

—— ০:+:০ ——



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা, রাজপুরস্থ গৃহ।

(ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে উপবিষ্ট, দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রবেশ।)

ধৃতরাষ্ট্র। কে হে ?

দুর্য্যোধন। (অভিবাদন পূর্ব্বক) পিতা প্রণাম করি।

ধৃতরাষ্ট্র। কেও দুর্য্যোধন ? এসো তাত, এসো, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শীতল করি. নিরাপদ ও দীর্ঘজীবী হও। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) অনেক দিন অবধি হস্তিনা তোমা বিহনে অন্ধকার রহিয়াছে, ইন্দ্রপ্রস্থে এতদিন বিলম্ব কি নিমিত্ত হইল, শারীরিক কুশল বল ; আর যজ্ঞই বা কেমন দেখলে, সমারোহ কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ রাজারা উপস্থিত ছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সকলের কি প্রকার সমাদর করিলেন ; সবিশেষ বৃত্তান্ত বল। (দুর্য্যোধনকে নীরব দেখিয়া) কেন, দুর্য্যোধন নিরুত্তর রহিলে কেন ? (শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক) তোমার শরীর এত উষ্ণ কেন ? কম্পও হইতেছে,

ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, ইহারই বা কারণ কি? জ্বরের ন্যায় লক্ষণ দেখিতেছি।

দুর্য্যোধন। (গদ গদ স্বরে) পিতা, চিন্তা জ্বরো মনুষ্যানাং—

ধৃতরাষ্ট্র। (ব্যগ্র হইয়া) চিন্তা! সে কি? তোমার চিন্তা কিসের?

শকুনি। মহারাজ! আপনি দুর্য্যোধনকে দেখিতে পান না, কিন্তু সে এক কালে জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, দিন দিন ক্রমশঃই হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতেছে, সর্ব্বদাই বিরস বদনে অন্যমনস্ক হইয়া একান্তে থাকে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে না, আহারনিদ্রা প্রায় বর্জিত হইয়াছে, এরূপে শরীর রক্ষা হওয়াই ভার।

ধৃতরাষ্ট্র। কেন কেন, কি জন্য দুর্য্যোধন এমন হইয়াছে? কেন দুর্য্যোধন, তোমার কিসের অভাব, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, ধন রত্ন, বস্ত্র অলঙ্কার, দাস দাসী, অশ্ব হস্তী রথ, আমার ভাণ্ডারে কোন্ দ্রব্যের অভাব। তোমার মনে যাহা বাসনা থাকে, তাহাই পূর্ণ কর। তোমার দুর্ভাবনার বিষয় কি? দুর্য্যোধন! বিধাতা আমাকে অন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তোমার জন্মাবধি আমার বিধিকৃত অন্ধত্ব দূর হইয়াছে, আমি চক্ষুষ্মান হইয়াছি, তুমিই আমার চক্ষুস্বরূপ, তোমার বিরস বদন শুনলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, অতএব তাত! অকপটে তোমার হৃদয় ব্যক্ত কর।

দুর্য্যোধন। পিতা, ধন রত্ন ঐশ্বর্য্যে হস্তিনাপুরী পরিপূর্ণ যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কিয়দ্দিন হইল সত্য ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। তোমার সেই স্বর্ণময় হস্তিনা এক্ষণে দরিদ্রতা ও হীনতার আবাস হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের

রাজসূয় যজ্ঞাবধি রাজ্যশ্রী ও রাজলক্ষ্মী হস্তিনা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছেন, অথবা পাণ্ডবের অনুগত অদৃষ্ট পাণ্ডবের প্রীত্যর্থে এক অভিনব অনির্ব্বচনীয় রাজলক্ষ্মী সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার শত সূর্য্য অপেক্ষা প্রভা ও নির্ম্মল শোভা দৃষ্টে আপনকার হস্তিনার বৃদ্ধা রাজলক্ষ্মী ম্রিয়মাণা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পিতা, ধনী ও দরিদ্র এই দুই শব্দ কেবল পরিমাণের উপর নির্ভর করে, আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যতক্ষণ না দেখা যায় ততক্ষণই নিজ গৌরব থাকে, কিন্তু "উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি।"

ধৃতরাষ্ট্র। অহো, এতক্ষণে বুঝিলাম। পাণ্ডবদের সামান্য ঐশ্বর্য্য তুমি ঈর্ষারূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি করিয়া অতি বৃহৎ জ্ঞান করিয়াছ। ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া দৃষ্টি করিলেই তোমার ভ্রম বশতঃ যে ক্লেশ, তাহা দূরীকৃত হইবেক।

দুর্য্যোধন। পিতা, রাজসূয় যজ্ঞে আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, তাহা কর্ণে শ্রবণ করিয়া যদি মহাশয় আমার ন্যায় ভাবাপন্ন না হন, তবে আমি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া অল্পকে বৃহৎ জ্ঞান করিতেছি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা যথার্থ। পিতা! যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি," চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কেবল বর্ণনা মাত্র শ্রবণে বিশ্বাস হইতে পারে না, অত্যুক্তি মাত্র বোধ হয়। সাগরান্ত-মহীতলস্থ যত রাজচক্রবর্ত্তিগণ যিনি যেখানে থাকেন সকলেই পাণ্ডবদের অধীন, পুরস্থ, ভুক্ত ভৃত্যের ন্যায়, সসৈন্যে মণি মুক্তা রত্ন প্রবাল রজত কাঞ্চন হয় হস্তী দাস ইত্যাদি সকল উপঢৌকন লইয়া সভাতলে গললগ্নী কৃতবাসে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক,

মাসাবধি কেহ বা দুই মাস, কেহ বা তিন মাস পর্য্যন্ত রাজ-দর্শনাভিলাষে দণ্ডায়মান অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় মিথিলা মগধ বিরাট পাঞ্চাল প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত রাজগণ নীচ বৈশ্যের ন্যায় সভাতলে উপবিষ্ট। এতদ্ভিন্ন সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকবাসী সকলেই আগমন করিয়াছিলেন। আর দুরান্ত বর্ব্বর ভীমসেন ইঁহাদিগকে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কতই করিয়াছে। সে সকল ইঁহারা কেবল সহ্য করিয়াছিলেন এমত নহে, বরঞ্চ তাহাতে গৌরব জ্ঞান করিয়াছিলেন। একদা পূর্ব্বদেশীয় দুই রাজা বহুদিবসাবধি দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজদর্শন না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যা-গমন করিতেছিলেন, ভীমসেন পথ হইতে আপন অনুচর দ্বারা তাঁহাদিগকে আনাইয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিলেক। আর এক দিবস অপর এক রাজা কোন এক ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়াছিলেন, ভীম তাঁহাকে ধৃত করিয়া যৎপরো-নাস্তি লাঞ্ছনানন্তর শূলে দিতে আজ্ঞা দিলেক, কেবল বাসু-দেবের অনুরোধে অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল। পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ এই সকল দুঃসহ ব্যাপার চক্ষে দেখিয়া রাম কি গঙ্গা কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কাপুরুষের ন্যায় স্বচ্ছন্দে অম্লান বদনে রহিলেন। কি আশ্চর্য্য! ক্ষাত্রিয়ত্ব, বীরত্ব, সকলই কি পাণ্ডবদের প্রতাপে লুপ্ত হই-য়াছে? প্রতাপের কথা কহিলাম, ধন ও ঐশ্বর্য্যের কথা কি কহিব? পাণ্ডবেরা কুটিল কুচক্রী কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আপনাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইবার নিমিত্ত

আমার হস্তে ভাণ্ডার সমর্পণ করিয়াছিল। সে ভাণ্ডার বর্ণনাতীত। সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত অয়স্কান্ত নীলকান্ত আদি মণি সকল, গজমুক্তা হীরক প্রবলাদি দুর্মূল্য রত্ন সমূহ, স্থানে স্থানে স্তূপে স্তূপে পর্ব্বতাকার রহিয়াছে। স্বর্ণ রজত যথার্থই অসংখ্য; লক্ষ, কোটি, অর্ব্বুদ শঙ্খ, পদ্ম, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, ইত্যাদি কোন সংখ্যাতেই তার ইয়ত্তা হয় না। এ সকল ধন আমি স্বহস্তে অবাধে দান করিয়াছি। প্রথম আমি মনে করিলাম যে, পাণ্ডবেরা যেমন কুটিল ভাবে আমার হস্তে ভাণ্ডার সমর্পণ করিয়া দানের ভার দিয়াছে, আমি অপরিমিত দান দ্বারা শীঘ্রই ভাণ্ডার শূন্য করিয়া তাহাদের অপমান করিব যে, আর যেন দানশৌণ্ডতার গর্ব্ব না করে। কিন্তু পিতঃ! কি আশ্চর্য্য আমি যত দান করি, ভাণ্ডার শূন্য হওয়া দূরে থাকুক, কি অচিন্তনীয় উপায় দ্বারা যে অর্জ্জুনের অক্ষয়তূণের ন্যায় ভাণ্ডার সততই পূর্ণ থাকে, তাহা কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলাম না। একদিকে এক ব্রাহ্মণকে আমি কুবেরের সম্পত্তি বিতরণ করি, অন্যদিকে এক রাজা তার শতগুণ উপঢৌকন দ্বারা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে। এইরূপ কত রাজা কত দিগ্দিক হইতে উপঢৌকন দিতেছে, তাহার অন্তও নাই বিচ্ছেদও নাই। আর পিতঃ! ব্রাহ্মণভোজনের কথা কি কহিব? বিবেচনা করুন, লক্ষৈক ব্রাহ্মণভোজন হইলে একবার শঙ্খধ্বনি হয়, এরূপ শঙ্খ প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ প্রকারে কটু কষায় অম্ল তিক্ত লবণ মধুর প্রভৃতি ষড় রসে ভোজিত, বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক সেবিত, বাসনাতীত দানপ্রাপ্তে সন্তোষিত হইয়া ঊর্দ্ধ-

বাহু করত "পাণ্ডুপুত্রের জয়, পাণ্ডুপুত্রের জয়" ইত্যাকার ধ্বনতে গগণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আর সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে যেন "কুরুবংশের ক্ষয়, কুরুবংশের ক্ষয়" আমার কর্ণে অদ্যাবধি বোধ হইতেছে। পিতা! এ সকল দর্শন করিয়া ধন্য কঠোর হৃদয় আমার (আপন বক্ষে করাঘাত করিয়া) যে, এ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হয় নাই!

ধৃতরাষ্ট্র। তাত দুর্য্যোধন, স্থির হও, স্থির হও, আমার বচন শুন।

দুর্য্যোধন। পিতা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, আপনার "স্থির হও" আজ্ঞা পালনে আমি অসমর্থ, প্রলয়কালীন মহাবাতে আন্দোলিত সিন্ধুজল কে স্থির করিতে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র। তাত! হিংসা দূর কর। তুমি পাণ্ডবদের যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহাতে এই মাত্র বোধ হয় যে, যজ্ঞ সমারোহ পূর্ব্বক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অনির্ব্বচনীয়, কি অচিন্তনীয়, কি অসাধারণ তো কিছুই দেখা যায় না। যজ্ঞে যুধিষ্ঠির বিস্তর ধন বিতরণ করিয়াছিল, ভাল, তোমার ভাণ্ডারে ধনের অভাব কি? তুমিও কেন তদ্রূপ দান না কর? যজ্ঞে বিস্তর ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল, হস্তিনাতেও তো প্রত্যহ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন হয়। না হয় অদ্যাবধি প্রত্যহ তুমি দুই লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করাও। আর এক সার কথা বলি যে, যদিই পাণ্ডুপুত্রদের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বড়ই দীপ্তিমান হয়, তাহাতে তোমার হিংসার বিষয় কি? পরধনে হিংসা, পরশ্রীতে কাতরতা নীচ অন্তঃকরণের চিহ্ন।

ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, রূপ, যৌবন ইত্যাদি মর্ত্ত্যলোকে যত উপাদেয় বাঞ্ছনীয় বস্তু আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? সুখ, —সুখের প্রধান আকর কি? সন্তোষ। হে পুত্র! তোমার যাহা আছে, তাহাই ভোগ করিয়া হিংসা দ্বেষ পরিহরণ পূর্ব্বক পরমধর্ম্ম সন্তোষকে আশ্রয় করিয়া সুখী হও।

দুর্য্যোধন। সন্তোষ! ভিক্ষুকের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, তপস্বীর ধর্ম্ম! রাজা ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের সন্তোষকে আশ্রয় করা কেবল কাপুরুষত্ব মাত্র, আশু বিনাশের কারণ হয়। "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ"। আমি সন্তোষকে আশ্রয় করিলে লোকে আমাকে জারজ কহিবে, যে রাজা, যে ক্ষত্রিয়, যে বীরপুরুষ বর্দ্ধমান জ্ঞাতিশত্রুর বৈভব দৃষ্টে মনে ক্ষোভ না পায়, তাহাকে কাপুরুষ বলি; যে রাজা আপনা হইতে বলবান ঐশ্বর্য্যশালী শত্রুকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহার রাজ্য বিড়ম্বনা মাত্র। আর সে শত্রু যদি জ্ঞাতি হয়, তবে সে বিড়ম্বনা অসিপত্র নরকাপেক্ষাও অধিক। লঙ্কাধিপতি দোর্দ্দণ্ডপরাক্রমশালী রাক্ষস দশানন বিভীষণের বিদ্রূপবাক্য সহ্য অপেক্ষা রামশরানলে সবংশে ধ্বংস হওয়াও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়াছিলেন, যে হেতুক মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায় জ্ঞাতিবাক্য অসহ্য। পিতা! এরূপ জ্ঞাতিশত্রুকে বর্দ্ধমান ও সাহঙ্কার দেখিয়া আপনি সন্তোষ অবলম্বন করিতে পারেন, করুন, কিন্তু আমা হইতে কদাচ হইবে না।

ধৃতরাষ্ট্র। ভাল, যদি সন্তোষ আশ্রয় না কর, তবে তোমার মানস কি?

দুর্য্যোধন। পাণ্ডব বিনাশ।

ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডব বিনাশ! সমুদ্র শোষণ! হিমাদ্রি লঙ্ঘন! ব্যোম পরিমাণ! দুর্য্যোধন, এ যে বাতুলের প্রলাপ, কি উপায়ে, কার সাহায্যে, কার বলে এরূপ দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদনে প্রত্যাশা কর?

দুর্য্যোধন। পিতা! ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম্মই এই যে, বলে, ছলে, কলে, কৌশলে, যেন তেন প্রকারেণ, শত্রু ক্ষয় করিবেক। এখনি সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিয়া পাণ্ডব সংহার করিতে পারি, এ কোন্ বিচিত্র কথা? কিন্তু যেহেতু যুদ্ধে জয় পরাজয়ের বিষয় নিশ্চিত নয়, তদপেক্ষা নিশ্চিত ও সংশয়-রহিত কৌশল আশ্রয় করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবদের তুমি শত্রু জ্ঞান কর কেন? তারা তো তোমার শত্রু নয়, কখন তোমার কোন হানি করে নাই?

দুর্য্যোধন। আমার আর শত্রু কে? পাণ্ডবেরা আমার কোন হানি করে নাই, সত্য বটে, কিন্তু আমি ত তাহাদের হানি করিতে ত্রুটি করি নাই। আঘাতী অপেক্ষা আহত যে, সেই প্রধান শত্রু; যে ব্যক্তি আঘাত করে, তার ক্রোধের সাম্য হয়, কিন্তু আঘাতিত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত প্রতিশোধ না লয়, সে পর্য্যন্ত সে অবশ্যই প্রহর্ত্তার নিকট আপনাকে লঘু জ্ঞান করিবে। ভীমকে বিষ প্রয়োগ, জতু গৃহে দাহন প্রভৃতি কি পাণ্ডবেরা কখন বিস্মৃত হইবে? কি ক্ষমা করিবে? আর যদিই ক্ষমা করে, পাণ্ডবদের ক্ষমাগুণে নির্ভর করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিব? পিতা! আমা হইতে ইহা কখনই হইবে না, পাণ্ডববিনাশ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ইহাতে "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ।"

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবারিক। মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও কর্ণ, ইঁহারা রাজদর্শনাভিলাষ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র। আসিতে বল, ভালই হইয়াছে। (দৌবারিকের প্রস্থান।) ইন্দ্র এক বৃহস্পতির মন্ত্রণাবলে দেবলোক শাসন করেন, আমার ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর—চারি বৃহস্পতি মন্ত্রী, ইঁহাদিগের পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্মই উচিত নয়। দেখা যাউক, ইঁহারাই বা এ বিষয়ে কি উপদেশ দেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও কর্ণ। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজের জয় হউক!

ধৃতরাষ্ট্র। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশয়দিগের আগমন আমার পরম শুভাদৃষ্টের ফল। যেহেতু মহাশয়দিগের পরামর্শ আমার এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন। আসন পরিগ্রহ করুন।

দ্রোণ। আমরা মহারাজের নিত্যাশীর্ব্বাদক, কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরসন্নিধানে মহারাজের অনুক্ষণ মঙ্গল চিন্তা করিতেছি।

ভীষ্ম। যে কোন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ প্রয়োজন, অবশ্য নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যথা বিহিত বিধান দিব।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রনিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইতে প্রত্যাগমনানন্তর পাণ্ডবদিগের অসামান্য ঐশ্বর্য্য দর্শনে হিংসায় ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া বলে হউক ছলে হউক পাণ্ডব হিংসার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমি তাহার এ কল্পনার অনৌচিত্যের বিষয় অনেক বলিলাম; কিন্তু কিছু-

তেই প্রবোধ মানেনা। আমাকে এই উত্তর দেয় যে, জ্ঞাতিকে বর্দ্ধনশীল দেখিয়া যে তাহার অধঃপাত চেষ্টায় বিমুখ থাকে, সে কাপুরুষ আশু নিজ বিনাশকে পায়। এ বিষয়ে মহাশয়েরা দুর্য্যোধনকে প্রবোধ প্রদান করুন। অথবা বিহিত বিধান আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মহারাজ, দুর্য্যোধনকে যে দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। (দুর্য্যোধনের প্রতি) দুর্য্যোধন, জ্ঞাতিকে বর্দ্ধনশীল দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যে কাপুরুষের কর্ম্ম তুমি বল, তাহাও যথার্থ রাজনীতি বটে। কিন্তু তুমি ইহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পার নাই। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এ নীতি রাজা প্রজা উচ্চ নীচ উত্তমাধম সকলের পক্ষেই বিধেয়। এ দুই বিপরীত নীতিগর্ভ কথার সামঞ্জস্য এই যে, ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য অন্যকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিলে তদ্রূপ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করে, অন্যকে অধঃপাতিত করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা কখনই মহতের কর্ম্ম নয়। নীচকে মহত্ত্বে আনয়ন করাই গৌরব। মহৎকে নীচ করণে পুরুষার্থ কি? পাণ্ডুপুত্রেরা রাজসূয় যজ্ঞে বাহু ও বীর্য্যবলে ত্রিভুবন শাসন করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তুমি কিসেই ঊন? তুমিও কেন তদ্রূপ না কর? তুমিও সৈন্যসমাবেশ পূর্ব্বক সকল রাজা হইতে কর গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদের ন্যায় রাজসূয় যজ্ঞে সঙ্কল্পিত হও!

দুর্য্যোধন। রাজসূয় যজ্ঞ আর আমার দ্বারা কখনই হইবে না। পাণ্ডবদের যজ্ঞের পর আর কি রাজসূয় যজ্ঞের গৌরব

আছে? এক্ষণে রাজসূয় পাণ্ডবদের অণুকরণ মাত্র। উচ্ছিষ্ট ভোজন আমা হইতে হইবে না!

ভীষ্ম। একজন দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া যে সৎকর্ম্মের মহত্বের লাঘব হয়, একথা নিতান্ত অগ্রাহ্য, ইহাতে বক্তার নিজ জঘন্যতা মাত্র প্রকাশ পায়। তোমার নিজ মহত্বের উন্নতি উদ্দেশ্য নয়, পরশ্রীতে কাতর হইয়া পরহিংসাই তোমার বাসনা। ভাল, রাজসূয় যজ্ঞ না কর, ততোধিক যশস্কর ও ফলপ্রদ অশ্বমেধ কেন না কর?

দুর্য্যোধন। পিতামহ, অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব রক্ষা করি, আমার এমত ক্ষমতা নাই।

ভীষ্ম। সে কি! ভারতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ কথা অত্যন্ত ঘৃণাস্পদ। তোমার তুল্য বীরসেবিত রাজা ভূভারতে আর কে আছে? আমরা সকলেই প্রাণপণে তোমার অশ্ব রক্ষা করিব, এতদ্ভিন্ন পাণ্ডবগণ, যাহারা সম্প্রতি ত্রিভুবন শাসন করিয়া রাজসূয় সম্পাদন করিয়াছে, তাহারাও তোমার সহায়তা করিবে।

দুর্য্যোধন। তবে আমার অশ্বমেধ করাও বৃথা! সকলেই কহিবে—ঐ পাণ্ডবেরাই কহিবে, যে তাহাদের সাহায্য দ্বারাই আমার অশ্বমেধ সম্পন্ন হইয়াছে। যদি পিতা পিতামহ সহ কুম্ভিপাকে পতিত হই, তথাপি আমি পাণ্ডবের সাহায্য প্রার্থনা করিব না। "বরমে ঘোরে নরকে মরণং, নচ ধন-গর্ব্বিত বান্ধব-শরণং।"

ভীষ্ম। আমি তোমার ভাব গ্রহণ করিতে পারিনা, তোমার যথার্থ মনোগত কি বল দেখি?

দুর্য্যোধন। আমার মনোগত তো প্রথমে পিতাই ব্যক্ত করিয়াছেন, পুনরুল্লেখের প্রয়োজন কি? পাণ্ডবদের গর্ব্ব খর্ব্ব করাই আমার পণ, ইহাতে আপনিই বিনষ্ট হই বা পাণ্ডবেরাই বিনষ্ট হউক।

ভীষ্ম। তবে তোমারই বিনাশ দেখিতেছি। দুর্য্যোধন তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় কথা কহিতেছ, পাণ্ডবদের বিনাশ! বল দেখি, পাণ্ডব বিনাশের কি সম্ভাবনা? এরূপ লোকাতীত দুরূহ কর্ম্মে কি সাহসে হস্তক্ষেপ করিতেছ? তোমার দ্বারা পাণ্ডব বিনাশ? কাষ্ঠ মার্জ্জারের সাগর-সেতুবন্ধন অপেক্ষাও যে হাস্যাস্পদ। পাণ্ডব বিনাশ! এক এক পাণ্ডব প্রতাপে এক এক আখণ্ডল, বুদ্ধিতে এক এক বৃহস্পতি, বিদ্যাতে এক এক দ্বৈপায়ন, ধৈর্য্য পৃথিবী তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র তুল্য; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন লোক একত্র হইলেও পাণ্ডবের পরাজয় নাই। অপিচ ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষ, অকৃত অপরাধে তাহাদের হিংসায় প্রবৃত্তমান তুমি—তোমার পক্ষে অধর্ম্ম মাত্র। তুমি কি জাননা, ন্যায় যুদ্ধে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তি অসন্নদ্ধ দেহও নিরস্ত্র হইলেও ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন? তার জয়ের সংশয় নাই। "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"; কিন্তু অধর্ম্ম দ্বারা সঙ্কিতচিত্ত ব্যক্তি লৌহময় কবচে আচ্ছাদিত দেহ, ও ইন্দ্রায়ুধে শস্ত্রিত হইলেও সে নিরস্ত্র ও অনাচ্ছাদিত মধ্যে গণনীয়।

দুর্য্যোধন। পিতামহ, আমা অপেক্ষা মহাশয়ের পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত পাণ্ডবদের গুণের আধিক্য দেখেন।

ভীষ্ম। স্নেহ কি মমতার বশতাপন্ন হইয়া যখন সত্যের অন্যথা করিব তখন ভীষ্ম নামও পরিত্যাগ করিব। পাণ্ডবদের বিষয়ে যাহা উক্তি করিয়াছি, তাহার এক বর্ণেরও অন্যথা নাই।

তুমি বল পাণ্ডবদিগের আমি প্রশংসা করি, সত্য কহাই যে মহতের প্রশংসা। পাণ্ডবদের বিষয় যাহা কহা যায়, তাহাই যে তাহাদিগের প্রশংসা স্বরূপ। কারণ তাহাদের যে সকলই প্রশংসনীয়। আর আমি পাণ্ডবদের প্রশংসা কেন না করিব? এতদপেক্ষা আমার আর সুখের বিষয় কি আছে? পাণ্ডবেরা আমার বংশের তিলক, পঞ্চ তপনের ন্যায় উদয় হইয়া অন্ধকারাবৃত ভারত কুলকে উজ্জ্বল করিয়াছে; সসাগরা বসুন্ধরা আমার পূর্ব্ব পুরুষ ভরত দত্ত ভারতবর্ষ নাম পরিত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা প্রতাপান্বিত পাণ্ডবদিগের অধীনা হইয়া, পাণ্ডববর্ষ নামে খ্যাত হইলে আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করেন।

কর্ণ। (অগ্রসর হইয়া) আমার অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়, আমি পাণ্ডবদিগের সহিত বিগ্রহের পরামর্শ দিই না, কিন্তু যদি বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তবে পাণ্ডব বিজয় করা বিচিত্র কথা নয়। আর ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের পরাক্রমের বিষয় যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমার বিবেচনায় অত্যুক্তি জ্ঞান হয়। কোন্ ছার পাণ্ডব, আমিত তাহাদিগকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করি না; আমি—"

ভীষ্ম। ওহে তুমি বালক, বালক স্বভাব প্রযুক্ত কতকগুলি প্রলাপ উচ্চারণ করিতেছ। (অন্ধের প্রতি) মহারাজ! পাণ্ডবের সহিত অপ্রণয় করা কুরুকুলের মঙ্গলের হেতু কোন ক্রমেই বোধ হয় না, তবে আর আর সকলের বিবেচনায় কি হয় বলিতে পারি না। আমার এক্ষণে বিশেষ কর্ম্মান্তর আছে, অনুমতি হইলে বিদায় হই। (ভীষ্মের গমন।)

ধৃতরাষ্ট্র। মহাশয়ের আজ্ঞা কুরুকুলে বেদবিধির ন্যায় অকাট্য, কে অন্যথা করিবে? মহাশয় যেরূপ অনুমতি করিতেছেন তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য; কুরুপাণ্ডবের পরস্পর অনৈক্য কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে।

দুর্য্যোধন। তবে পিতামহের পরামর্শানুসারে পাণ্ডবদের সহিত বিগ্রহ না করাই বিধি!

ধৃতরাষ্ট্র। তার সন্দেহ কি, জিজ্ঞাস্যই বা কি?

দুর্য্যোধন। পিতা, তবে আমার আশা পরিত্যাগ করুন। পাণ্ডবদের অহঙ্কৃত উন্নত মস্তক নত করিতে না পারিলে আমি জীবন ধারণ করিব না। আপনার আর উনশত পুত্র লইয়া সুখে রাজ্য করুন, দুর্য্যোধন নামে আপনকার যে এক পুত্র ছিল একথা আর স্মরণ করিবেন না। আমি বনে গমন করিয়া তপস্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র। তাত দুর্য্যোধন! এরূপ কঠোর কর্কশবাক্য দ্বারা বৃদ্ধ অন্ধ পিতার হৃদয় বিদীর্ণ করা কি সন্তানের কর্ত্তব্য? পাণ্ডব অপেক্ষা তোমার গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা কি আমার অসাধ? পাণ্ডব কি? তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের পূজনীয় হও, তাহাতে আমার সুখ বৈত অসুখ নয়; কিন্তু দেখ পাণ্ডবেরা যে দুর্জ্জয়পরাক্রান্ত তাহাদিগকে পরাভূত করার উপায় দেখিনা।

কর্ণ। মহারাজ! অকারণ কেন উদ্বিগ্ন হইতেছেন? কোন্ বিচিত্র কথার জন্য এত চিন্তিত হইতেছেন? আমি তো পাণ্ডব-দিগকে তৃণ তুল্যও গণ্য করিনা। কোন্ ছার পাণ্ডব, পাণ্ডবেরা যদি ত্রিভুবন সহায় করে তথাপি আমি মুহূর্ত্তমধ্যে

অবলীলাক্রমে পরাজয় করিতে পারি। আমি ভৃগুরামের শিষ্য, আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ কাহার সাধ্য আমার সম্মুখীন হয়। যদি আজ্ঞা হয় এই দণ্ডেই ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া, পাণ্ডবদিগকে বন্ধন করিয়া আনিয়া দিই।

দ্রোণ। হা, হা, হা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে কি তোমার ধনুর্ব্বাণ ছিল না? তুমি কি নিরস্ত্র, বিরথ ছিলে? লক্ষ্মীরূপা পাঞ্চালী কৌরববধূ না হইয়া পাণ্ডব গৃহিণী কেন হইল? বৃথা স্পর্দ্ধা বৃথা অহঙ্কার করিলেইতো বীরত্ব প্রকাশ হয় না।

কর্ণ। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে তৃতীয় পাণ্ডবকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া ছিলাম, নচেৎ এতদিনে অর্জ্জুনের নাম ভূলোক হইতে বিলুপ্ত হইত।

দ্রোণ। আঃ—কি ধর্ম্মজ্ঞানই তোমার! তুমি যে পুণ্য শ্লোকের মধ্যে এখনও কেন গণ্য হওনাই এই আশ্চর্য্য! এ সভাতে এরূপ অলীক প্রগল্‌ভতা করিতে তোমার লজ্জা হয় না? একের সহিত একাধিকের যুদ্ধ হইলেই সে ন্যায়বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, কাপুরুষের কর্ম্ম,তাহাতে তোমরা একলক্ষ নৃপতি,ধর্ম্মভয়,লোকাপবাদ সকল বিসর্জ্জন দিয়া এক জনের সহিত—আর সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ—যুদ্ধ করিয়াছিলে। এখন বল ব্রাহ্মণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম। সে যুদ্ধে যিনি যিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, বীরগণের মধ্যে যেন তাঁহারা আর মস্তকোত্তোলন না করেন। হাঁ, এই লক্ষ নৃপতির মধ্যে সাহস পূর্ব্বক কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ হইত, তবে যথার্থ বীরত্ব প্রকাশ পাইত।

কর্ণ। ভাল, নিজ প্রিয় শিষ্যকে এরূপ বিপন্ন দেখিয়া তাহাকে রক্ষার্থে তুমিই কেন অস্ত্র ধারণ না করিলে ?

দ্রোণ। আমি অস্ত্র ধারণ করিলে আমার এ গৌরব কি প্রকারে হইত, যে আমার একজন শিষ্য,তিন সপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়-কারী ধনুর্ব্বেদ ভৃগুরামের প্রধান শিষ্যকে সসৈন্যে একলক্ষ নৃপতির সহিত একক পরাজয় করিয়াছে। আমি বিলক্ষণ জানিতাম যে যদিও লক্ষ নৃপতি অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়াছিল বটে, তথাপি অজাযুথের মধ্যে সিংহের ন্যায়, অর্জ্জুন একাকী সকলকে প্রবোধ দিতে সক্ষম।

ধৃতরাষ্ট্র। আর বৃথা বাক্ কলহের ফল কি ? নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে যে পাণ্ডবদের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করা বৃথা। দেখ দুর্য্যোধন. এক্ষণে যিনিই যত বলুন আর যিনিই যত নিজ বীরত্বের গৌরব করুন কার্য্যকালে পর্ব্বতের আখু প্রসবের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘূক্রিয়া মাত্র হইবে। অকালে অতীব গর্জ্জনকারী শারদাম্বুদ বর্ষণের যোগ্যতা রাখে না।

দুর্য্যোধন। পিতা! আর কি উপায় নাই? বলে অসাধ্য শত্রুকে কৌশলে কেন ধ্বংস না করি।

ধৃতরাষ্ট্র। বটে—কিন্তু কৌশলেই বা কি ?

দুর্য্যোধন। বিচক্ষণ মতি মাতুল এক চমৎকার কৌশল স্থির করিয়াছেন তাহা অবশ্যই সফল হইবে। (শকুনির প্রতি) মামা, মামা, কৈগো বলনা সেই উপায়টা বল না ?

দ্রোণ। (স্বগতঃ) এই বেটা কালনেমি. কি কুমন্ত্রণা দেয় দেখ।

ধৃতরাষ্ট্র। কৈ হে শকুনি, তোমার কি পরামর্শ বল দেখি।

শকুনি। (দম্ভপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া) মহারাজ আমি একটা উপায়

স্থির করিয়াছি বটে, আঃ বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য যথার্থ কথা, বুদ্ধি না থাকিলে মনুষ্যতে আর ইতর জন্তুতে ভেদ কি? নারায়ণ হে!

কৃপ। (জনান্তিকে বিদুরের প্রতি) বেটার আড়ম্বরটা দেখ, বার বার চক্ষের পলক পড়া ও একটা কি কদর্য্য অভ্যাস।

বিদুর। ওটা কুটীলতার চিহ্ন!

বিকর্ণ। (কর্ণের প্রতি) ওহে কর্ণ! শকুনির কাণে ও দুটো কি?

কর্ণ। ও গষ্টির খুর, বুঝি ওর বাপের হাড়, বেটার মুখখানার ভঙ্গি দেখছ, ভ্রুকুটিটে একবাব দেখ, (পরস্পরে ইঙ্গিত পূর্ব্বক হাস্য)

শকুনি। ওহে, অর্ব্বাচীনের ন্যায় হাস কেন হে? হো হো! বালক স্বভাবটারই দোষ! (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) মহারাজ, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ যে একটা জ্ঞান পদার্থ আছে আমরা তারই বলে সকল জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বটে কি না? দেখুন, আমাদের ব্যাঘ্রের ন্যায় দন্ত নাই, মহিষের ন্যায় শৃঙ্গ নাই, পাণ্ডবদের ন্যায় খড়্গ নাই বটে, তথাচ আমরা বলে লৌহাদি দ্বারা নানা প্রকার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী মহিষাদির উপর প্রভুত্ব করিতেছি। অনেকে আছেন, সত্য বলিতে কেহ রুষ্ট হউন বা তুষ্ট হউন, বটে কি না? পশুর ন্যায় শরীরে কতকগুলা বলধারণ করে, কতকগুলা মারামারি করে আপনাদের বীর জ্ঞান করে, হো হো হো! পশুজ্ঞান কেন না করেন? মনে করেন বাহুবলে সকল কর্ম্মই করিবেন, জানেন না যে, অনেক কর্ম্ম বাহুবলে হয় না, বুদ্ধি অপেক্ষা করে। বালুকাতে মিশ্রিত শর্করা ক্ষুদ্র পিপীলিকাই আহার

করে, মদমত্ত বারণ কেবল লোলুপ দৃষ্টে ঈক্ষণ করত ভেকুয়া হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিদের নিজ শারীরিক বল ব্যতীত বুদ্ধি-সাধ্য কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে, হো হো হো! একটা কথা আছে না, যে "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙ্গাইতে মাথা করে হেট," তন্ন্যায় হয়।

কর্ণ। (বিকর্ণের প্রতি) দেখেছ, দেখেছ, গেহনর্দ্দী ব্যালিক বেটা সকলকে গাল দিচ্চে, আর কাহারো বুদ্ধি নাই, উনিই এর মধ্যে বুদ্ধিমান! বেটা একবার সভা হইতে বাহির হউক আমি একবার ওর বুদ্ধিটা বাহির করিব।

শকুনি। (কর্ণের অরুণ নয়ন দৃষ্টে সভয়ে) এ একটা কথার কথা মাত্র, উপস্থিত মতে বলিলাম, কোন যে মন্দভাবে কাহারো প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি এমত মহাশয়েরা জ্ঞান করি-বেন না।

কর্ণ। ভাল, সে কথা পরে বুঝা যাইবে; এক্ষণে যেকথা উপস্থিত তাহার কি?

শকুনি। আহা না হবে কেন? বটেই ত; বাপুহে, তোমার ন্যায় এত অল্প বয়সে এরূপ বুদ্ধিমান আর কুত্রাপি দেখিনা; বটেইতো উপস্থিত বিষয় নিষ্পত্তি করা অগ্রেই আবশ্যক। মহারাজ, বর্ত্তমান বিষয়ে আমার অল্প বুদ্ধ্যনুসারে একটা উপায় স্থির করিয়াছি তদ্দ্বারা অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক। ক্ষত্রি-য়ের ধর্ম্ম এই যে যুদ্ধে এবং দ্যূতে আহ্বান করিলে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। ভাল, যখন বিবেচনা হইল যে পাণ্ডব যুদ্ধে অজেয়, দ্যূত দ্বারা কেন না জয় করি? ব্রহ্মাণ্ডে আমার তুল্য দ্যূতদক্ষ আর কেহই নাই, বিশেষতঃ আমার নিকট

অক্ষসারি আছে, তাহার গুণ এই যে, যদি বিধাতা আমার সহিত নিজে ক্রীড়া করেন, তথাপি আমি অক্ষসারি প্রভাবে তাঁহার অব্যর্থ লিপিও অন্যথা করিতে পারি। এক্ষণে এক সভা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করুন, যদিও তাহার আন্তরিক মত না থাকে তথাপি লোক-লজ্জাভয়ে বিমুখ হইতে পারিবে না। দুর্য্যোধন পক্ষে আমি ক্রীড়া করিব,আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে পাণ্ডবদের রাজ্য, ধন, জন, সকল জিনিয়া লইয়া পাণ্ডবকে দুর্য্যোধনের অধীন করিয়া দিব।

দ্রোণ, কৃপ, বিদুর সকলে একবাক্য হইয়া—নারায়ণ নারায়ণ! কি পাপ! কি অধর্ম্ম!

ধৃতরাষ্ট্র। হাঁ, পরামর্শ ভাল বটে, কিন্তু কিছু ন্যায়বিরুদ্ধ বোধ হয় না?

দ্রোণ। তার আর জিজ্ঞাস্য কি? মহারাজ, শস্ত্রোপজীবী হইলেও আমি ব্রাহ্মণ। রাজাও নই, রাজপুত্রও নই, অতএব রাজ-নীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ নই; কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে এ বিষয়ে যাহা বোধ হয়, তাহা বলি—মহারাজ, আমি অনেক দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, ইতিহাস পুরাণাদিও অনেক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ কদর্য্য ব্যাপার কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই। কলি নিজে এ সভায় মূর্ত্তিমান থাকিলে পরাজয় স্বীকার করিয়া এরূপ কুপ্রবৃত্তি দাতার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। মহারাজ ইহাতে আপনার কোন-মতেই মঙ্গল নাই। অধর্ম্মে ইহকাল পরকাল উভয় নষ্ট হয়। বিবেচনা করুন দেখি, কি ভয়ানক! যে ব্যক্তি মহাশয়ের

মন্দ চিন্তা স্বপ্নেও করে না, সকলে একত্র হইয়া তার বিনাশের চেষ্টা করা এ কোন্ রীতি? সকলে পরামর্শ করিয়া মিথ্যা দ্বারা তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া বালকের হস্তে বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্ন দেওয়ার ন্যায় তাহাকে নষ্ট করা এই বা কোন্ রীতি? আমি এক সার কথা কহি, অধর্ম্মে কখনই জয় নাই, পরিশেষে অধর্ম্মকারী নিজে বিনাশ পায়। আমার মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় প্রায় উপস্থিত; অতএব আমি এক্ষণে বিদায় হই। (দ্রোণের গমন)

কৃপ। মহারাজ, ভারতবংশ ধ্বংশের এমন সদুপায় আব নাই। ঐরূপ অধর্ম্মে কখন রক্ষা নাই, মহারাজ সাবধান, আমিও বিদায়। (কৃপের গমন)

দুর্য্যোধন। পিতা তবে আর বিলম্বে ফল কি! শুভস্যশীঘ্রং। মাতুল, তুমি পাণ্ডবদের ন্যায় এক বিচিত্র সভা অবিলম্বে প্রস্তুত কর। যত ব্যয় হয় ক্ষতি নাই, সমস্ত হস্তিনারাজ্য ব্যয় করিয়া যদি পাণ্ডব পরাভূত হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। উঠ মাতুল, এতদ্দণ্ডেই কর্ম্ম আরম্ভ কর।

———*———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—নূতন সভা।

রাজ ও চারিজন মজুর কোবা করিতেছে।

রাজ। তালে তালে, বাপ সকল, তালে তালে। ওহো, ওহো, ওহো!

গীত।

একি জ্বালা হলরে পরের পিরীতেরে, অবলার প্রাণ যায়।
প্রথম পিরীতের কালে উকি মারামারি।
ঐ আমবাগানে লুকোচুরি, আঁখি ঠারাঠারি ॥
তার পরেতে উঠলো লহর প্রেমের সাগরেতে।
জান্‌লা দিয়ে পানের খিলি দিতাম হাতে হাতে ॥
প্রেমের তরু মুঞ্জুরে উঠিল কিছু কালে।
ঐ দু হাত পূরিয়ে বন্ধুর দিতাম মেওয়ার ফলে,
পদ্মে মধু পদ্মে বঁধু রেখে গেছে ফেলে
প্রেম তরঙ্গে ভাসাইয়ে বন্ধু রইল কুলে ॥

রাজ। যত বেটা তালকানা একত্র জুটেছে। আমার পা দেখে দেখে কোবা ফেলাতে পারিস্ না? এক জনেরও তাল গেন নেই।

১ মজুর। হ্যাদে, রাজার পো, পোড়ান গড়ন বিদেতার ঘুঁটের পাশের নৈবিদ্দী কি কখন শুনো নাই। সুরকানা রাজের তালকানা যোগাড়ে, যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক ঘোল তা ছেঁদামালা, তার একটা কেচ্‌কেচানি কি?

রাজ। তুই বেটা বড়ই বাচাল, র শুকনি মামা আসুক, সব দূর করে্য দব। যত নতুন লোকনে কারবার, কর্ম্ম কাজের কিছুই জানে না, কাল বেছে বেছে পুরাণ কাযের লোক সব নে আসবো।

১ মজুর। ভাল রাজার পো, মার পেট থেকে পড়্যে কি রাজগিরি কর্ম্ম শিখেছিলে? যেমন শুকুনি মামা তেমন তুমি, যেমন হাঁড়ি তার তেম্নি সরা--

২ মজুর। ভাই, ঠিক কথা, শুকুনি মামাও পুরাণ লোক করে করে মরে। রাজবাড়ীতে ভাল ভাল কর্ম্ম কাজ খালি হলেই শুকুনি মামা ঢেঁড়া দেয়; দিয়ে, রাজ্যের ভালমানুষের ছেলে পিলে একত্র করে। প্রথম চোট্‌টা ভাঁওর করে নেয়, কার ছেলে কি বিত্তেন্ত লেখা পড়া কেমন, রীত চরিত্তির কেমন; সব জিজ্ঞাসা করে, শেষটা বলে কোন কর্ম্ম কায করেছ? যদি বলে, না, তবেতো তিনি যেমন এলেন তেমনি গেলেন। শুকুনি মামা বলে আমার পাকা কাযের লোক চাই, তুমি ছেলে মানুষ এ তোমার কর্ম্ম নয়। আর যদি বল্লে যে আমি কর্ম্ম কায করেছি, তো বলে এ তোমার কর্ম্ম নয়, রাজ বাড়ীর কর্ম্ম কায সকলে পারে না, এই বলে বিদায় দেয়। শেষটা তার নিজের পিসে মেসো যে থাকে তারেই কর্ম্ম দেয়। ওরি মধ্যে যদি কেউ শুকুনি মামার হাতে ঘটি-হাত কর্ত্তে পারে, তবে সে অমনি কাযের লোক হয়ে উঠে, কিন্তু একজন তো এ দিকে ওঁর হাতে ঘটি-হাতে করে উদিকে যে কত লোক ওঁর বাপের মুখে ওকর্ম্ম করে তা একবার ঠাউরে দেখেন না।

৩ মজুর। ভাই আমায় যখন রাজের পো শুকুনি মামার কাছে প্রথম আন্‌লে আমাকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে ছিল, রাজের পোর সঙ্গে আমার টিপনি ছিল, (কেমন রাজের পো বটে কি না?) রাজের পো বলে দিলে, অমুকের বাড়ী কায করেছে, অমুকের বাড়ী কায করেছে; আমি কিন্তু কোথাও কায করি নাই।

রাজ। যা যা! আর গজর গজর করে গপ্পের দেই নি। আজ

এ মেঝে না হলে শুকুনি মামা বলেছে, কাউকে এক কড়াও দেবে না! নে সব পেটা ওহে! ওহো! ওহো!

১ মজুর। ও রাজের পো এবার কিসের গান হবে?

রাজ। এবার রামায়ণ, নে নে, ওহো! ওহো! ওহো!

গীত।

রামের চরণ ধুলায় রে পাষাণ তরে যায়।
রাম বলেন হনুমান, তুমি বড় বীর।
একলাফে ডিঙ্গাইলে সাগরের নীর॥
তুমি গিয়ে লঙ্কাপুরী কইলে ছারখার।
তোমা হইতে হল বাপু সীতার উদ্ধার॥
এতেক বলিয়া রাম গুণের সাগর।
কোল দিয়া বন্দি কইলা বনের বানর।

(দুই জন ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

১ম ভদ্র। হাঁ, চমৎকার সভা হইতেছে বটে, এ সভা উপযুক্তমতে সজ্জিত হইলে অদ্বিতীয়া শোভা বিশিষ্ট হইবে।

২য় ভদ্র। হাঁ, উত্তম বটে, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার শতাংশের একাংশও হয় নাই এ তার অশ্বশালার যোগ্যও হইবে না।

১ম ভদ্র। আমি সে সভা দেখি নাই। রাজসূয় যজ্ঞকালে তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছিলাম, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যজ্ঞের কথা এবং সভার কথা শুনিয়াছিলাম! সে সভা নির্ম্মাণ করে কে?

২য় ভদ্র। সে সভার নির্ম্মাতা ময়দানব। তোমার নিতান্তই উচিত যে সে সভা একবার দেখ। দেশ দেশান্তরে যে যে সকল অদ্ভূতকীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছ রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা দর্শন করিলে, সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় বোধ হইবে।

১ম ভদ্র। আমার ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার অভিলাষ ছিল বটে, কিন্তু বর্ণনা শুনিয়া অভিলাষ দ্বিগুণ হইল। আমি শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে সভা দর্শনার্থে গমন করিব। (খেলারামের প্রবেশ।)

খেলা। ও মামা, এখনো কি বাড়ী যাবার সময় হয়নি গা?

রাজ। কিরে বাপু খেলা, ভাত হয়েছে না কি? আমার খিদে লেগেছে।

খেলা। ভাত তো হয়েছে, খাবে কি দে?

রাজ। কেন বেগ্নূন দে খাব।

খেলা। বেগ্নূন কচু, তরকারির কড়ী দে এসে ছিলে?

রাজ। ফড়িতে কাজ কি? গাছের কাঁচকলা ছড়াটা নামাস নাই কেন?

খেলা। কাঁচকলা নামান হ'য়েছে, মামা তোমার তরে কুটে রেখেছে।

রাজ। কেবল কুট্‌লে কি হবে? রাঁধে নাই কেন?

খেলা। রাধবে কি দে? উদিকে যে তেলের ভাঁড় ঠনঠন কচ্ছে,কলা পোড়াও যদি খাও তবুত তেল নুন মেখে খেতে হবে?

রাজ। (ঝটিৎ খেলার মুখে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কর্ণে কর্ণে) চুপে চুপে বলনা অত চেঁচিয়ে বলিস্ কেন? (প্রকাশ্যে) তেলের ভাঁড় ঠন ঠন করে না তো কি? পিতলের ভাড় কি ঠক্‌ঠক্ করে?

খেলা। ভরা থাকলে করে, খালি থাক্‌লে করে না।

রাজ। খেলে আমার মাথা! চুপে চুপে কথা কইতে পারিস না? এ কি তোর ইন্দ্রপ্রস্থ পেয়েছিস? চোখে দেখিস না? (অঙ্গুলিও ইঙ্গিত দ্বারা ভদ্র লোকদিগের প্রতি দৃষ্টি করাইয়া) কেন আমি ভাঁড় ভরা তেল রেখে এসেছি ঢাকা খুলে বুঝি দেখিস নাই?

খেলা। দেখি নাই তো কি ? মামি ধর্‌লে আমি উঁকি মেরে পর্য্যন্ত দেখলুম, ভিতর অমনি হুহু কচ্যে, এইটি আছে (দুই হস্তের বৃদ্ধগুলি দর্শন করাইয়া)

রাজ। তোর মা তোর মাথা খেয়েছে ভাড়টা উপুড় করে দেখিস্ নাই কেন ?

খেলা। কেন, দেখ্‌ব না কেন ? দেখেছি। উবুড় কোরে চিৎকরে কাতকোরে সবকোরে মামী দেখিয়েছে। উদিকে কিছু থাক্‌লে তো হবে।

রাজ। (অধৈর্য্য পূর্ব্বক) খেলা সর্ব্বনেশে ! তুই আমার সর্ব্বনাশ কত্তে বসেছিস্, আমি বলছি ভঁাড়ে তেল আছে তবু তুই বলবি তেল নেই, তুই আমার মাথা খাবি নাকি ? .(ভদ্র-লোকদের প্রতি) আমি ভঁাড়ে একভঁাড় তেল রেখে এসেছি মশায়রা ওর কথায় কাণ দিবেন না।

খেলা। কোথা ভঁাড়ে এক ভঁাড় তেল আছে ? যদি এক ফেঁাটাও থাকে তবে যে দির্ব্বিই বল সেই দির্ব্বিই কত্তে পারি।

রাজ। আচ্ছা, চল দেখি দেখিগে কেমন তেল নাই (খেলার হস্তধারণ পূর্ব্বক দ্রুত গমন পুনরায় পশ্চাতে ভদ্র লোকদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মশায়রা ওর কথা কানে ঠাঁই দিবেন না, আমি প্রতি সপ্তায় তেল কিনে থাকি। (গমন)

১ ভদ্র। (চমৎকৃত হইয়া) বন্ধো, এর ভাব কি ? রাজের ঘরে তেল আছে কিনা তাহাতে আমাদের কি ? ও ব্যক্তির আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন পূর্ব্বক, তৈল আছে বলা, আর গৃহে তেল নাই শুনে এরূপ ব্যস্ত হওয়া, যেন তেল না থাকা কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

২য় ভদ্র। হাঁ এ এক নূতন ব্যাপার, তুমি জ্ঞাত নও বটে, তুমি অল্প মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছ, দেশের যে কি দুর্দ্দশা তাতো জান না। রাজা এক কালে রাজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোষক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে ব্যাপার দেখলে, ইহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিলে তুমি এক কালে হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভীভূত হইবে। রাজা স্বার্থপরতার বশতাপন্ন হইয়া নীচ বৈশ্যের ন্যায় আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রজার দুঃখে রাজার দুঃখ, প্রজার সুখে রাজার সুখ, সে ভাব আর নাই। রাজা ও রাজপুরুষেরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনে রত হইয়াছেন। গেহনর্দ্দী অর্থ পিশাচ আত্মম্ভরী কয়েক বেটা কুতন্ত্রী একত্র হইয়া তাহাদের কুহক কুমন্ত্রণাজালে রাজাকে আবদ্ধ করিয়া লীলা মর্কটের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা নিজ নিজ কোষ পূরণার্থে একায়ও নামে নূতন এক ব্যাপার উপস্থিত করিয়া প্রজার সুখ সচ্ছন্দতা এককালে উচ্ছেদ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

১ম ভদ্র। সে আবার কি? একায়ও আবার কি ব্যাপার—

২ ভদ্র। একায়ও কি জাননা? কোন বস্তুর উপর এক ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ অন্য কেহ ঐ অধিকারীর সম্মতি ভিন্ন ঐ বস্তু লইলে বা ব্যবহার করিলে দণ্ডনীয় হয়।

১ম ভদ্র। ভাই! আমি মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না। এ নিয়ম ত চিরকালই প্রচলিত আছে, এ নিয়ম সমুদায় সামাজিক নিয়মের মূলাধার, এ নিয়ম ব্যতীত মনুষ্য সমাজেই অবস্থিতি করিতে পারে না। আমার এই পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি

আমার সম্পূর্ণ অধিকার, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কেহ গ্রহণ করে, সে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবেক, তার আর অন্যথা কি ?

২ ভদ্র। ভাই! তা নয়, এর স্বতন্ত্র মর্ম্ম আছে। এক বস্তুতে এক ব্যক্তির সম্পূর্ণ অধিকার কহাতে তোমার নিজ বস্ত্রে তোমার যে অধিকার আছে, সে ভাব আমি উল্লেখ করি নাই। বস্তু কহাতে আমি বস্তুসমূহের অর্থ করিয়াছি। বিবেচনা কর, রাজ্যমধ্যে যেখানে যত বস্ত্র আছে, আর যেখানে যত বস্ত্র নির্ম্মাণ হইবে, সকলই তোমার, দান বা বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তোমারই, তুমি যে পণ নির্দ্ধারণ করিবে, সেই পণেই সকলকে স্বীকৃত হইতে হইবে। যিনি না হইবেন, তিনি উলঙ্গ থাকুন। যদি তুমি এমন পণ কর যে, যে ব্যক্তি শিরোমুণ্ডন তক্রসেচন গর্দ্দভারোহণ করিতে স্বীকার পাইবেন, তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন; সুতরাং তাহাতেই সকলকে সম্মত হইতে হইবে, নচেৎ বস্ত্রহীন থাকিতে হইবে। ইহারই নাম একায়ত্ত।

১ ভদ্র। হাঁ, এখন আমি তোমার মর্ম্মাবধারণ করিলাম। কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপার! একজনের হস্তে সমুদায় লোকের ধন-প্রাণ মান সমর্পণ! সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের মধ্যে এমন কাণ্ড কর্ণগোচর হয় নাই। শ্রুত আছি বটে যে, কোন কোন অসভ্য ম্লেচ্ছ জাতির রাজ্যে এই কদর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, কলিতে ভারত-রাজ্য ম্লেচ্ছাধিকার হইবে, কলিও আগতপ্রায়। তবে কি শাস্ত্রের অর্থ এই যে, যথার্থ ম্লেচ্ছ দ্বারা এ রাজ্য

অধিকৃত না হইয়া এ স্থানের রাজারাই স্বেচ্ছাচারী হইবেন ?

২ ভদ্র। কি জানি ভাই! জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু দেশের আর অমঙ্গলের সীমা নাই। দেখ, লবণ এক পদার্থ, আপামর সাধারণ সকলেরই প্রয়োজনীয়, লবণ ব্যতিরেকে এক-প্রকার আহার রহিত হয়। এই লবণ রাজার একায়ত্ত। পূর্ব্বে সিন্ধুতীরস্থ লোকেরা সিন্ধুজল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া আপনারা যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহার ও দেশ বিদেশে বাণিজ্য করিয়াছে, আমরা আকর হইতে খনন করিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে এই একায়ত্ত হইয়া অবধি, রাজ-অনুচর ভিন্ন যে কেহ লবণ প্রস্তুত বা খনন করিবে, সে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। রাজা লবণের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই মূল্যে সকলকে ক্রয় করিতে হইবে, ইহাতে যে সাধারণের কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে, তাহা অকথ্য। দুঃখী প্রজা সকলে রাজনির্দ্দিষ্ট মূল্যে লবণ ক্রয় করিতে অসমর্থ. ইহাতে লবণ অভাবে আহারের কষ্ট হওয়াতে নানাবিধ নূতন নূতন রোগ সকল উপস্থিত হইয়া প্রজা সকলকে অকালে করাল কালগ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। রাজবৈদ্যেরা, লবণাভাব এই সকল রোগের মূল কারণ নির্দ্ধার্য্য করিয়া, রাজসমক্ষে এক আবেদন করেন, রাজা তাহা শ্রুতমশ্রুত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তৈল গোধূম ধান্য প্রভৃতি সাধারণ প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় দ্রব্য সকলেরও এইরূপ একায়ত্ত আছে। রাজ-পারিষদ্ ও তোষামোদকারিগণের মধ্যে এক এক জন

এক এক দ্রব্যের অধিকারী। তৈলের ব্যাপার শকুনির অধীন। সর্ষপ-বপন বা তৈল-সংপীড়ন বা বিক্রয়করণ শকুনি ভিন্ন আর কেহই করিতে পারিবে না। যদি কেহ করে, তবে সে ব্যক্তি এই নূতন নিয়মানুসারে রাজা কর্তৃক সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়া, যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবে। শকুনি যথেচ্ছাক্রমে আপন নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করে। আর কি জানি, যদি শকুনির নির্দ্দিষ্ট মহার্ঘ মূল্যে অধিক বিক্রয় না হয়, সকলের যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই ক্রয় করে, অতএব এই নিয়ম হইয়াছে যে, সকল বাটীর প্রত্যেক গৃহে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকিবে, ইহাতে গৃহস্থের প্রয়োজন হউক বা না হউক, অথচ সকল গৃহস্থকে সকল সময়ে এক ভাণ্ড তৈল পূর্ণ রাখিতে হইবে। এবিষয় নির্ণয়ার্থে শকুনির অনুচরগণ দিবানিশি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। কখন কোন্ গৃহস্থের বাটী প্রবেশ করিয়া তৈলভাণ্ড দেখিতে চায়, তাহার নিশ্চিত নাই। আর ইহারা বাটীতে প্রবেশ করিলে, কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান না করিলে আর গৃহস্থের নিস্তার নাই। অতএব ভাণ্ডে তৈল নাই শ্রবণ করিয়া এই স্থপতি যে এরূপ বিব্রত হইবে, তার আশ্চর্য্য কি?

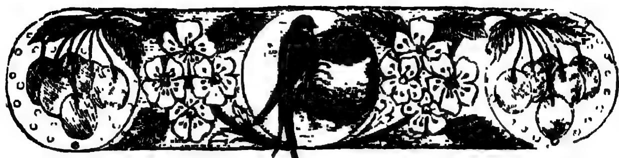
১ ভদ্র। তাইতো, এপ্রকার প্রজাপীড়ন দ্বারা রাজা ও প্রজার যে পিতা-পুত্রের ন্যায় প্রতিপালক ও প্রতিপাল্যতা সম্বন্ধ, তাহা এক কালে উচ্ছিন্ন হইয়া ভেক-সর্পের ন্যায় খাদ্যখাদক সম্পর্ক হওয়াই সম্ভব। কুরুরাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ, ইঁহারাও কি এই পথাবলম্বী হইয়াছেন?

২ ভদ্র। ইঁহারা এ সকল ভয়ানক অধর্ম্ম দৃষ্টে স্তম্ভীভূত হইয়াছেন, আর ইহাদিগের পরামর্শও রাজা গ্রাহ্য করেন না; অন্ধরাজ পুত্রবাৎসল্যে জ্ঞানান্ধ হইয়া এ সকল সমুদ্রতুল্য গভীর-ধী-সম্পন্ন মন্ত্রিগণের বাক্য অবহেলা করেন, যৌবন, ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব ও অবিবেকতা-রূপ চতুর্ব্বিধ সুরাপানে উন্মত্তমতি দুর্য্যোধনের কথাই তাঁহার নিকট প্রবল।

১ ভদ্র। এরূপ দুরাচরণ ও প্রজাপীড়ন রাজার পক্ষে আশু সমূলে বিনষ্ট হইবার প্রধান উপায়। ধনলোভে প্রজার সর্ব্বস্বাপ-হরণ করা, এককালে অধিক সুবর্ণ প্রত্যাশায় নিত্য-স্বর্ণাণ্ড-প্রসবিনী হংসীর উদর বিদীর্ণ করা অপেক্ষাও মূঢ়তা। অবশেষে মৎস্য মাংস উভয় পরিভ্রষ্ট হইয়া "ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ নচ পূর্ব্বং নচাপরং" হইতে হয়।

২ ভদ্র। এ সকল বিষয় আলাপনের এ স্থান নয়, চল, আমার গৃহে চল; অদ্য সেইখানেই আহারাদি করিবে, আর দেশের দুর্দ্দশা সকল জ্ঞাত হইয়া যত ইচ্ছা অবাধে রোদন করিবে। (উভয়ের প্রস্থান।)





তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ সভা।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ও বিদুর আসীন।)

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। (যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদনপূর্ব্বক) মহারাজ, দাসকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা প্রত্যাশায় দাসও উপস্থিত।

যুধি। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) ভাই অদ্য অতি সুপ্রভাত! কুরুরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমাদিগের তত্ত্বাবধারণার্থে, ধার্ম্মিক-চূড়ামণি পরম পবিত্র পুরুষ বিদুর আসিয়াছেন।

অর্জ্জুন। (বিদুরকে অভিবাদনপূর্ব্বক) অদ্য ইন্দ্রপ্রস্থের কি অপরিসীম সৌভাগ্য যে, মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হইল।

বিদুর। (আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন পুরঃসর) চিরজীবী ও নিরাপদ হও; তোমাদের পঞ্চ ভাইকে দর্শন করিলে ভারতকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়।

যুধি। ভাই! মহারাজ কৌরবাধিপ হস্তিনাতে এক সুরম্য সভা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—আমরা পঞ্চ ভাই একত্রে তথায় গমনপূর্ব্বক শত ভাই কৌরবের সহিত কয়েক দিবস আমোদ প্রমোদে বিহার করি। ইহাতে তোমার অভিমত কি?

অর্জ্জুন। মহারাজের অভিমত আমাদের নিয়ম, যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই প্রতিপালন করিব। কিন্তু আমার বিবেচনায় এপ্রকার অকস্মাৎ নিমন্ত্রণের কোন বিশেষ মর্ম্ম থাকিবে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্র, ও আমাদের সহিত তাহার পূর্ব্বাপর ব্যবহারের অসারল্য স্মরণ করিলে, কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মে। বিদুর মহাশয় ইহার বিশেষ কারণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন।

যুধি। জ্ঞাতই থাকুন আর অজ্ঞাতই থাকুন, যখন দূতরূপে সমাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে এ বিষয়ের কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমাদের উচিত নয়; আর জিজ্ঞাসা করিলেই বা তিনি উত্তর দিবেন কেন?

অর্জ্জুন। এ বিষয়ে মধ্যম দাদা মহাশয়ের অভিপ্রায় কি?

ভীম। আমার অভিপ্রায় আমি মহারাজের নিকট প্রথমেই নিবেদন করিয়াছি। আমার মত এই যে, সামান্য বিবেচনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই সভা দর্শন ও আমোদপ্রমোদাদি বারণাবতে বায়ুসেবনের ন্যায় ছলনামাত্র। দগ্ধ শিশু কত বার তপ্তাঙ্গারে হস্তক্ষেপ করে? অতএব এক কালেই স্পষ্ট বলাই উচিত যে, আমরা বিষমিশ্রিত সন্দেশ জতুগৃহ ও কাননের ক্লেশ এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই নাই, অতএব

শত ভাই কৌরব পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতিরেকে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করুক। নচেৎ যদি যাওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তবে এক কালে সশস্ত্র সসৈন্যে গমন করাই বিধেয়। কি জানি, যদিই প্রয়োজন হয়, তবে উপস্থিত মতে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব।

অর্জ্জুন। আপনি যাহা কহিলেন, আমারও তাহাই সদ্বিবেচনা বোধ হইতেছে।

যুধি। না ভাই, আমার মতে নিঃসহায় নিরস্ত্রে যাওয়াই কর্ত্তব্য। যদিও কৌরবদের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিলে, তাহাদিগকে অবিশ্বস্ত জ্ঞান করা অসম্ভব নহে, তথাচ সম্ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া শত্রুভাবে সৈন্য সমভিব্যাহারে যাওয়া প্রথমতঃ লৌকিক দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ, যদিও দুর্য্যোধন কপট বটে, তথাচ এ যাত্রা তাহার মনে কোন কাপট্য আছে কি না, তাহা অনিশ্চিত। যদি তাহার মনে কোন অন্য ভাব না থাকে, আমাদের যুদ্ধসজ্জায় গমন শ্রবণে মহাভিমানী দুর্য্যোধনের মনে অবশ্যই ক্রোধের উদয় হইবে। আর সেও উচিতমত সৈন্যসজ্জা করিবে।

ভীম। ভালই, তা করুক না কেন? তাহাতে ক্ষতি কি? না হয় একবার উভয় পক্ষের বলাবলই বিচার করা যাবে।

যুধি। ক্ষতি কি! ক্ষতির অবধি নাই, যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয় (আর দুই সৈন্য একত্র হইলে যে যুদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ বিরল) যে পক্ষেই জয় পরাজয় হউক, নিরপরাধী প্রজাগণের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেক না, জয়োন্মত্ত রণোন্মত্ত সেনা-গণের দৌরাত্ম্যে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইবেক, কত

লোক অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবেক, কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিনষ্ট হইবেক, কত ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যাদি হইবেক, কত লোক যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া জীবিকাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিবেক, কত সাধ্বী স্ত্রী স্বামিপুত্রবিহীনা হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক জীবনরক্ষার্থে স্বদেহ-বিক্রয়-স্বরূপ দুষ্কর্ম্মে রত হইবেক, তাহার কি আর সীমা থাকিবেক, না সংখ্যা থাকিবেক ? আর এই সকল পাপসমষ্টির ভার কে বহন করিবেক ? হা ! এ সকল বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আমার হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয় ; সসৈন্যে যাওয়া কোন মতেই হইতে পারে না।

ভীম। ভাল, মহারাজের অনুজ্ঞাক্রমে সৈন্যসংগ্রহে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা ত সশস্ত্রে গমন করিব ?

যুধি। কেন, তাহাতেই বা প্রয়োজন কি ?

ভীম। প্রয়োজন ! তবে কি এক এক গাছি রজ্জু সঙ্গে লইয়া যাইব ?

যুধি। রজ্জু কেন ?

ভীম। কি জানি, যদি হস্তিনায় রজ্জুর অভাব হয়, তবে আমাদের বন্ধন করিতে দুর্য্যোধনের রজ্জুর নিমিত্তে পাছে ক্লেশ পাইতে হয়।

যুধি। হা ! হা ! হা ! তুমি কেবল দুর্য্যোধনকে কুমন্ত্রণা করিতে দেখ। কি জানি, তোমার তাহার প্রতি বাল্যাবধি যে কেমন বিদ্বেষ—

ভীম। দুর্য্যোধন ! মহারাজ, সে কপট, দুরাচার, হিংস্রক, পরশ্রী-

কাতর, দুর্মদ পশুকে চিনিতে পারেন নাই। ভাল, মহারাজের আজ্ঞাক্রমে নিরস্ত্রই যাইব. কিন্তু আমার এই অব্যর্থ ব্রহ্ম অস্ত্র স্বরূপ বাহুদ্বয়তো সঙ্গে যাইবেক।

যুধি। সেই কথাই উত্তম। তোমার এই বাহুবলে বক হিড়ম্বক আদি হইতেই আমরা ত্রাণ পাইয়াছি। যাও, সকলে সসজ্জ হও। (সকলের গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজ-অন্তঃপুর।

(রাজা যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর প্রবেশ।)

যুধি। অতএব নিতান্তই একবার যাওয়া উচিত।

কুন্তি। তাত, যা বিবেচনায় ভাল হয় তাই কর, আমি আর অধিক কি বলিব। শৈশবকালে পিতৃহীন হইয়া তোমরা পঞ্চ ভাই অন্ধরাজের কুটিলতায় একদিনের জন্যে সুখী হও নাই। গান্ধারীর পুত্রেরা স্বর্ণপর্য্যঙ্কে রাজভোগে বিলাস করে, দুঃখিনীর নন্দন তোমরা বনে বনে বনফল ভক্ষণ ক'রে অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা কর। সে সকল স্মরণ হলে কি আর প্রাণে কিছু থাকে?

যুধি। মাতঃ! আপনার চরণপ্রসাদাৎ সে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ

হইয়াছি ; এখনও কোন বিপদ উপস্থিত হ'লে সেই প্রসাদ-বলে রক্ষা পাইব।

কুন্তি। দেখো বাপু! যে কয়েক দিন হস্তিনায় থাকিবে, অতি সতর্কে থেকো ; পঞ্চভাই সর্ব্বদা একত্র ভোজন ও একত্র শয়ন ক'রো, কোন খাদ্য সামগ্রী অগ্রে একটা কুক্কুরকে ভোজন না করা-ইয়া গ্রহণ ক'রো না। আর আমার ভীম স্বভাবতঃ কিছু কোপনস্বভাব, দেখো, যেন কাহারও সহিত কলহ উপস্থিত না হয়। কর্ণ আদি বীরগণ দুর্য্যোধনের পোষ্য।

যুধি। মাতঃ! আপনি চিত্ত স্থির করুন ; যদি ধর্ম্মে মতি ও আপনার শ্রীচরণে ভক্তি থাকে, তবে আমাদের কোন বিপদ ঘটিবে না। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোভূষণ, আমি অতি সতর্কে থাক্‌বো।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ! রথ সজ্জিত হইয়াছে, বিদুর মহাশয় মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

(দৌবারিকের গমন।)

যুধি। মা! তবে আমি বিদায় হই। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।)

কুন্তি। (শিরশ্চম্বন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক) জগদীশ্বর রক্ষা করবেন। আমি তাঁর পাদপদ্মে তোমাদিগকে সঁপিয়া নিশ্চিন্ত রহি-লাম। (যুধিষ্ঠিরের গমন।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।





চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা-রাজপুরী।

(রাজা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন এবং অন্যান্যের প্রবেশ।)

দুর্য্যোধন। মহারাজ, এত ব্যস্ত কেন, আর দিনেক দু দিন হস্তিনাতে অবস্থিতি করিলে ভাল হয় না? মহারাজের দেবনে বিশেষ প্রীতি জানিয়া তাহারও উদ্যোগ করা গিয়াছে। আর একদিন অধিবাসপূর্ব্বক একবার ক্রীড়া করিলে শ্রম সফল হয়।

যুধি। হাঁ আমি অক্ষপ্রিয় বটি, কিন্তু অক্ষ অনর্থের মূল। এই বিবেচনায় আমার ইচ্ছা হয় না।

শকুনি। মহারাজ! যাহা কহিতেছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু সে কেবল ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও অল্পপ্রাণ মনুষ্যদিগের পক্ষে। মহারাজের তুল্য সাগরসদৃশ অপরিমেয়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ও কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে নহে। অন্যান্য অনেক প্রকার ক্রীড়া আছে বটে, কিন্তু রাজার ও বীরের উপযুক্ত মাত্র এই।

ইহাতে বুদ্ধি মার্জ্জিত করে, সাহস বৃদ্ধি করে, অন্তঃকরণের চাপল্য দূরীকরণপূর্ব্বক দৃঢ়ত্ব ও একত্ব জন্মায়, ক্ষোভ নাশ করে এবং হৃদয়াকাশ নির্ম্মল করে। মহারাজ! দ্যূতের গুণ একমুখে বর্ণনা করা যায় না। আমি দেবর্ষি নারদ-মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মর্ষিগণ চিত্তস্থির-করণ জন্য অক্ষক্রীড়া করিয়া থাকেন। আমার দ্যূতের পক্ষে এত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি নিজে অত্যন্ত দ্যূত-প্রিয়, আমাকে যদি কেহ ইঙ্গিতেও আহ্বান করে, তবে তাহার সহিত ক্রীড়া না করিলে, আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করি; অতএব মহারাজ যখন দ্যূতকে অনর্থের মূল কহিলেন, তখন দ্যূতের পক্ষে কিছু না কহিয়া আমি স্থির থাকিতে পারি না।

যুধি। ভাল মাতুল! এ যাত্রা থাকুক, ইহার পর না হয় একবার খেলা যাইবেক! (দুর্য্যোধনের প্রতি) ভাই দুর্য্যোধন! গত রাত্রে যে নটেরা বাল্মিকি নাটক দর্শাইয়াছিল, তাহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিতান্তই পাঠাইতে হইবেক।

দুর্য্যো। মহারাজের কি অদ্যই গমন করা নিতান্ত স্থির হইল? কিন্তু আমি বোধ করি, কুরুপতির ইচ্ছা যে, কয়েকদিন মহারাজ এখানে অবস্থান করেন। এই তো কুরুরাজ আসিতেছেন।

(ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদির প্রবেশ।)

যুধি। মহারাজ! অভিবাদন করি।

ধৃত। কেও, রাজা যুধিষ্ঠির! (আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক) তবে মহারাজ, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার নিমিত্তে বড় ব্যস্ত হইয়াছ?

ভাল ভাল, এরূপ প্রজাবাৎসল্য রাজার পক্ষে বহুমূল্য মণিময় মুকুটাপেক্ষাও শোভনীয় ; আমি তোমার এরূপ মহত্ত্ব দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ওহে সঞ্জয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের নিরুদ্বেগে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবার সকল আয়োজন কর, কল্য প্রাতে শুভ যাত্রা করিবেন, অদ্য এই স্থানে পাশক্রীড়াদি আমোদপ্রমোদে দিবা যাপন কর।

যুধি। মহারাজের আজ্ঞা এ দাসের শিরোভূষণ। অদ্য হস্তিনাতে অবস্থিতি করিলাম, কল্য প্রাতে ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিব।

শকুনি। (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) মহারাজ! অন্য কোন প্রকার ক্রীড়ার অনুমতি হয়, দেবন ধর্ম্মরাজের অভিমত নয়।

ধৃত। কেন? আমি শ্রুত আছি যে, ধর্ম্মরাজের দেবনে বিশেষ অনুরাগ আছে, তবে অনভিমতের কারণ কি?

যুধি। বহু অনর্থের মূল, অর্থনাশ, মনস্তাপ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বান্তকারী পাশা, আপন আপন মধ্যে কদাচ শ্রেয়স্কর বোধ হয় না।

ধৃত। সে ভয় এ স্থানে নিতান্ত অমূলক। আমি নিজে মধ্যস্থ থাকিয়া সকল বিষয় মীমাংসা করিব, কোনমতেই অন্যায় হইতে পারিবে না, তোমরা স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া কর।

যুধি। যদিও মন নাই বটে, তথাচ গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না, মাতুল! পাশা আনয়ন কর, ক্রীড়ারম্ভ করা যাউক।

শকুনি। (তৎক্ষণাৎ পাশা বাহির করিয়া) এই তো পাশা উপস্থিত আছে, এক্ষণে কি নিয়মে ক্রীড়া করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করুন।

বিদুর। সমানে সমানে ক্রীড়াই ইহার প্রধান নিয়ম ; অতএব ধর্ম্ম-রাজের সহিত দুর্য্যোধনের ক্রীড়া হইলেই সমযোগ্য হয়।

দুর্য্যো। তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? ধর্ম্মরাজ অক্ষক্রীড়ায় বিশেষ দক্ষ, কিন্তু আমার কিছুমাত্র নিপুণতা নাই, অতএব আমার সহিত ক্রীড়া হইলে নিতান্ত অযোগ্য হয়।

বিদুর। তবে ক্রীড়া ক্ষান্তই থাকুক ; কারণ, এ সভাতে দুর্য্যোধন ব্যতীত ধর্ম্মরাজের সমযোগ্য কেহই নাই।

দুর্য্যো। কেন, মাতুল তো এ ক্রীড়ায় বিলক্ষণ পটু, ধর্ম্মরাজের সহিত তিনিই খেলুন।

সঞ্জয়। ক্রীড়ানৈপুণ্যে সমান হইলেও, অন্যান্য বিষয়ে শকুনি তো যুধিষ্ঠিরের যোগ্য কোন মতেই নয়।

দুর্য্যো। কেন কিসে নয়? মাতুল কিসে ন্যূন? ক্ষত্রিয়প্রধান রাজ-বংশোদ্ভব, নিজে রাজা। মাতুল কেন রাজা যুধিষ্ঠিরের যোগ্য নন? সভার মধ্যে যে, ক্ষত্রিয়রাজের এরূপ অপমান করা— এ বড় অনুচিত ও রাজসভার অযোগ্য।

বিদুর। (ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক) দুর্য্যোধন ক্রোধ কর কেন? অবশ্য ক্ষত্রিয় রাজা সকলেই সমান, তবে তোমার মাতুলকে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমযোগ্য না বলার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সহিত শকুনি ত পণে ক্ষমবান নন্।

দুর্য্যো। এই কথা? এই তুচ্ছ কথার নিমিত্তে কি ক্রীড়া ক্ষান্ত থাকিবেক? মাতুল ধর্ম্মরাজের সহিত সমান পণেই খেলিবেন, এক্ষণে আর বাধা কি?

সঞ্জয়। তাহা হইলে আর কোন বাধা নাই বটে, কিন্তু এক কথা

এই যে, শকুনির সমাবেশ সকলেরই সুবিদিত আছে, অতএব পণের বিষয়ে প্রতিভূ ব্যতিরেকে বিশ্বাস কি ?

দুর্য্যো। কেন, আমিই মাতুলের প্রতিভূ আছি, মাতুল যে পণ করিবেন, তাহা আমারই দেয়। মাতুল যদি সমস্ত হস্তিনা পণ করেন, তাহাই আমার স্বীকার। আর ত রাজা যুধিষ্ঠিরের কোন আপত্তি নাই ?

যুধি। আর আপত্তি কি ? এক্ষণে ক্রীড়ারম্ভ করিলেই হয়।

শকুনি। (ক্রীড়া আরম্ভ) ভাল মহারাজ! প্রথমে কি পণ করিবেন ?

যুধি। ইন্দ্রপ্রস্থে স্বর্ণ, রৌপ্য যত আছে, তাহাই আমার প্রথম পণ।

শকুনি। (কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়ার পর) মহারাজ! এই বার আঠার পড়িলেই আমার জিত। এই লউন (বলিয়া পাশা ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে) আঠার, মহারাজ! প্রথম পণ তো জিনিলাম, এক্ষণে আর কি পণ করিবেন, করুন।

যুধি। লোমজ, পট্টজ, সূত্রজ, কীটজ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসমূহ ইন্দ্রপ্রস্থের ভাণ্ডারে যত আছে, সকলই এবার পণ।

শকুনি। বোধ করি, এবার মহারাজেরই জয় হইবেক।

যুধি। ভাল খেলোতো দেখা যাউক, এবার যার পোহাবার, তারই জয় হইবে।

শকুনি। (উচ্চৈঃস্বরে) পোহাবার, মহারাজ! আর কি পণ করিবেন ?

যুধি। ইন্দ্রপ্রস্থে মণিমুক্তা হীরক প্রবালাদি রত্নসমূহ যত আছে, এবার সব পণ।

শকুনি। (পাশা ক্ষেপণপূর্ব্বক) মহারাজ! জিনিয়াছি, আর পণ করুন।

যুধি। দাস দাসী হস্তী গো মহিষাদি ইন্দ্রপ্রস্থে যত আছে, এবার পণ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপ করিয়া) ভাল সকলই আমার, মহারাজ! অন্য পণ করিতে আজ্ঞা হউক।

বিদুর। অদ্য ক্রীড়া এই অবধি শেষ হউক, যথেষ্ট হইয়াছে; বেলাও অতিরিক্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ হে ধর্ম্মরাজ! সকল বিষয়েরই সীমা নির্ণয় আছে।

শকুনি। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) যদি ধর্ম্মরাজের ক্লেশ হইয়া থাকে, তবে ক্রীড়া ক্ষান্ত করা যাউক।

যুধি। (ঈষৎ উগ্রতার সহিত) পাশাক্রীড়াতে পরাজিত ব্যক্তির নিঃসম্বল হওয়া পর্য্যন্তই সীমা ও নিয়ম, অতএব ক্রীড়া ক্ষান্তের প্রয়োজন নাই।

শকুনি। তবে অন্য পণ করিতে আজ্ঞা হউক।

যুধি। আমার সৈন্য সামন্ত চতুরঙ্গিণী দল যে আছে, এবার সকল পণ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপানন্তর) মহারাজ! সকল সৈন্য এক্ষণে আমার। মহারাজ! আর কি পণ করিবেন?

যুধি। আমার তো আর কিছুই নাই, এবার সমুদয় ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পণ।

শকুনি। (পাশা ফেলিয়া) জয় জয় কৌরবের জয়। সমুদায় ইন্দ্রপ্রস্থ এখন কৌরবাধীন।

অন্ধ। (অতিশয় আগ্রহ সহকারে) কিং জিতং কিং জিতং?

দুর্য্যো। মহারাজ কৌরবের জয়! তার আর জিজ্ঞাসা কি? আমার ভাগ্য প্রসন্ন।

অন্ধ। ভাল ভাল, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ আর কি পণ করিবেন ?

যুধি। (সজলনেত্রে গদগদস্বরে) যাহার প্রতাপে পাণ্ডবের প্রতাপ, যাহার দর্পে পাণ্ডবের দর্প, যাহার বাহুবলে জতুগৃহ হইতে উত্তীর্ণ, নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে দুরন্ত কৃতান্তস্বরূপ বক, হিড়ম্বকাদি নিশাচরগণ হইতে উদ্ধার, যাহার বিক্রমে দেবতারাও শঙ্কিত, শত্রুকুল-পরিতাপক, পাণ্ডুবংশ-স্তম্ভস্বরূপ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনকে এবার পণ।

সভাস্থ সকলে। সে কি ! সে কি !

যুধি। (মুক্তকণ্ঠে) পাণ্ডবগণের অভেদ্য বর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ হস্ত, বল ও বুদ্ধি ও পরাক্রম, অরিমর্দ্দন ভীমসেন্ আমার পণ।

সভাস্থ সকলে একবাক্যে। কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ !

দুর্য্যো। (মহোল্লাসে) সর্ব্বনাশ নয় সর্ব্বরক্ষা। এক্ষণে অকূল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলাম, আর গোষ্পদে ভয় কি ?

শকুনি। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি) মহারাজ ! ক্রীড়ার পূর্ব্বে যে আমার এক প্রশ্ন আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদুত্তর প্রদানে অধীনের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে আজ্ঞা হয়। যদি এক অঙ্গ পরিত্যাগ করিলে জীবন রক্ষা হয়, তাহা পণ্ডিতের অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি বাম পদের এক অঙ্গুষ্ঠ প্রদানে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তবে এই শরীররূপ বিশ্বের সূর্য্যরূপ যে চক্ষু, তাহা পরিত্যাগ করা—এ কোন্ বিধি ? অর্থাৎ—

ধর্ম্ম। আমি তোমার প্রশ্নের আভাস গ্রহণ করিয়াছি। আমার নয়নদ্বয় অপেক্ষাও অধিক প্রিয় যে বস্তু, তাহা তুমি ভ্রমবশতঃ

পদাঙ্গুষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ। ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব চারি জনের প্রতি আমার সমান স্নেহ, ইতর বিশেষ নাই; যদি কিছু থাকে, তবে ভীমার্জ্জুন আমার দুই হস্ত, নকুল সহদেব আমার দুই চক্ষুস্বরূপ।

শকুনি। (পাশা নিক্ষেপ পূর্ব্বক) তবে মহারাজ! এক হস্ত হীন হইলেন, এক্ষণে কি অন্য হস্তও পণ করিবেন?

যুধি। হাঁ অবশ্য, এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আর পশ্চাৎপদ হওয়া অসম্ভব, এ ক্রীড়ায় আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। প্রজাপতির প্রথম ক্ষত্রিয় সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগের মধ্যে যত ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলের চূড়ামণি, আর দেবগণের মধ্যে যেমন আখণ্ডল, দানবগণের মধ্যে যেমন বলি, ঋষিগণের মধ্যে যেমন দ্বৈপায়ন, সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে যেমন ক্ষীরোদ, পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমাদ্রি, নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, সেইরূপ নরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রুপদের লক্ষ-ভেদক খাণ্ডবদাহক, অস্ত্রে ভৃগুরাম, শাস্ত্রে পরাশর, পরোপকারে দধীচি, সর্ব্বগুণের পরাকাষ্ঠা অর্জ্জুন-নামধারী তৃতীয় পাণ্ডব এবার পণ।

শকুনি। (পাশানিক্ষেপ পূর্ব্বক) মহারাজ! অস্ত্রে শস্ত্রে অজেয় যে তোমার অর্জ্জুন, এই অস্থিময় পাশা দ্বারা তাহাকে জয় করিলাম। এক্ষণে আর কি পণ?

যুধি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ-স্বরূপ, কিসলয়-সদৃশ কোমলাঙ্গ নকুল সহদেব এবার পণ।

শকুনি। (হাস্য পূর্ব্বক) তবে এ দুই বালকও আমার মহারাজ! অন্য পণ করুন।

যুধি। এক্ষণে আর আমার কিছুই নাই, অতএব স্বদেহই এবার পণ।

শকুনি। মহারাজ! এ পণের ভাব কি? বুধগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" মহারাণী দ্রৌপদী বর্ত্তমানে—

যুধি। অসম্ভব কথা! কোন মতেই হইতে পারে না, যাজ্ঞসেনী অতুলা অমূল্য রত্ন, লক্ষ্মীস্বরূপা, পণের যোগ্য কখনই নন।

শকুনি। মহারাজ! তন্নিমিত্তেই বলি যে, দ্রৌপদীকে পণ করুন, দ্রৌপদীর দেব অংশে জন্ম. বিশেষতঃ কথিত আছে, স্বামি-ভাগ্যে পুত্র, স্ত্রীভাগ্যে ধন, অতএব দ্রৌপদীকে পণ করিলে এবার মহারাজের অবশ্যই জয় হইবে।

যুধি। (স্বগতঃ) পরামর্শ বড় মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে) তবে এবার অযোনিসম্ভবা ভুবনমনোলোভা গঞ্জিতক্ষণপ্রভা, লক্ষ্মীরূপা দ্রৌপদী পণ।

শকুনি। (পাশা ফেলিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি) দুর্য্যোধন! অস্থিময় অক্ষসারিতে দ্রুপদ রাজার লক্ষ্য পুনরায় ভেদ করিলাম।

ধৃত। কিং জিতং কিং জিতং?

বিকর্ণ। (গাত্রোত্থান করিয়া) সভাস্থ সকলের প্রতি আমার এক বক্তব্য, ভারতকুলের পিতামহ নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব এ সভাতে বর্ত্তমান আছেন, তথাচ এরূপ অত্যাচার হয়, এ অতি চমৎ-কার! দৌপদীকে ধর্ম্মরাজের পণ করিবার কি অধিকার? প্রথমতঃ কৃষ্ণা পঞ্চ পাণ্ডবের গেহিনী,কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের নন, দ্বিতীয়তঃ অগ্রে রাজা যুধিষ্ঠির আপনাকে পণ করেন, পরে শকুনির প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ

করেন, এ অতি ন্যায়বিরুদ্ধ। পাশাক্রীড়ায় পণের রীতি এই যে, যে পণ একবার করা যায়,তাহার আর অন্যথা হয় না।

দুর্য্যো। (গর্জ্জন পূর্ব্বক) ওরে অল্পবুদ্ধি বালক! যে সভাতে তোর গুরুজন অধিষ্ঠিত, তুই কি সাহসে সেই সভাতে বাচালতা করিস্? তুই কি এই বিবেচনা করিস্ যে, এ সভাস্থ সকলেই অজ্ঞান, কেবল তুই জ্ঞানবান? তুই কহিতেছিস যে, দ্রৌপদীতে পঞ্চ পাণ্ডবের সমান অধিকার থাকা প্রযুক্ত যুধিষ্ঠিরের একক পণ অসিদ্ধ; কিন্তু ওরে মূঢ়! যুধিষ্ঠিরের ভীমাদি অপর চারি সহোদর পূর্ব্বেই পণে পরাজিত হইয়া আমার দাস হইয়াছে। দাসগণের স্ত্রী অবশ্যই দাসী, সেবকের উপর প্রভুর যে কিরূপ অধিকার, তাহা জ্ঞাত নহিস্? দোপদীর পঞ্চাংশের চারি অংশে পূর্ব্বেই আমার অধিকার হইয়াছে। অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ মাত্র যুধিষ্ঠিরের পণ। আর তোর মতে স্বামী নিজ স্বাধীনত্বহীন হইলে তাহার আর স্ত্রীতে অধিকার নাই, এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকাচার বিরুদ্ধ, উত্তর-যোগ্যই নহে। পণ সিদ্ধ কি না, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর্।

বিকর্ণ। রাজা যুধিষ্ঠিরের বোধ করি কখনই—

দুর্য্যো। তুই অতি অজ্ঞান! এখনও রাজা যুধিষ্ঠির! (হা হা করিয়া হাস্য) রাজ্যহীন রাজা! যা যা তোর কোন বোধ্ শোধ্ নাই, পাঠশালায় যাইয়া শিক্ষা কর্, তোরে সভাতে আসিতে কে অনুমতি দিলে?

বৃষকেতু। মহারাজ! যাই বলুন, দ্রৌপদী পণে রাজা যুধিষ্ঠিরের অধিকার নাই, ইহাতে সন্দেহ-বিরহ—

দুর্য্যো। (কর্ণের প্রতি) বন্ধো! এইটি না তোমার পুত্র, আমার জ্ঞান ছিল যে এটি সুবোধ বালক, এখন দেখি বিকর্ণ তো বরং ভাল, এ আবার "সপাপিষ্ঠস্ততোধিকঃ" (বৃষকেতুর প্রতি) অহে, একটা অধিকার শব্দ লইয়া তোমরা কি মিথ্যা বিতণ্ডা করিতেছ? আমি এক কথায় তোমাদিগের সকল কথার মীমাংসা করিতেছি। ভাল, জিজ্ঞাসা করি; পাণ্ডব দিগের অধিকারটাই বা কি? দ্রৌপদীতে পাণ্ডবদিগের যেরূপ অধিকার, আমারও সেইরূপ অধিকার তোমারও সেইরূপ অধিকার। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বামী—বিষ্ণু! স্বামিগণ (এই বলিয়া হাস্য; কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতিরও হাস্য) ওরে! আদৌ যে এই স্বামিত্বই অসিদ্ধ, এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী কোন্ শাস্ত্রে আছে? বেদ বিধি, সকল বিরুদ্ধ। বেদেই কহিয়াছেন "যথা হেকেন যুপেন" ইত্যাদি, যদি বল স্বামিত্ব অসিদ্ধ হইলে পণও অসিদ্ধ, তাহা নয়, কারণ যদিও দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগের স্ত্রী না হউক তাহাদিগের ভোগ্যা দাসী ত বটে; দাসীতে স্বামীর পণে সম্পূর্ণ অধিকার। আর পণ অসিদ্ধ হইলেই বা কি? দ্রৌপদী স্বৈরিণী, স্বৈরিণী জাতি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রা, কাহারও অধীনা নয়; যতদিন পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য ছিল ততদিন দ্রৌপদী তাহাদের ভোগ্যা ছিল, এক্ষণে অবশ্যই অন্য চেষ্টা করিবে। যাও হে! একজন যাও, দ্রৌপদীকে আন; বলিও, এক্ষণে কৌরব ভজন করিলে ঐশ্বর্য্যের আর সীমা থাকিবে না। আর তাহার বিশেষ মন-স্তুষ্টির হেতু কহিবে যে, পূর্ব্বে পঞ্চজন লইয়া বিহার করিত; এক্ষণে শত কৌরবের সহিত রসক্রীড়া করিবেঁ, কারণ

স্বৈরিণীদিগের স্বভাবই "গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং।"

সভাস্থ সকলে। ধিক্ দুরাচার! ধিক্ দুরাচার!

ভীম। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি) ওরে ক্ষুদ্রাশয়! নরক-কুণ্ড-সদৃশ তোর কদর্য্য বক্তু হইতে দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কুৎসিত উদ্গার করিলি, কুক্কুরের স্বোদ্গীরণ ভক্ষণের ন্যায় পুনঃ গ্রহণ কর্, নচেৎ তোর পশু-জিহ্বা হৃদয়াবধি উৎপাটন করিব। ওরে পামর! দেখ্ কুরুকুল-শোণিতাভিলাষী উড্ডীয়মান শকুনি গৃধিনী সকল দেখ্। উহাদিগের প্রথম পূজা করিব। (কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির প্রতি) ওরে কৌরব-কিঙ্করেরা! যার উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত তোদের দেহ, তাহাকে রক্ষা কর্। (দুর্য্যোধনের প্রতি লম্ফ প্রদান)

যুধি। ভীম! স্থির হও, শান্ত হও।

অর্জ্জুন। (ভীমকে ধারণ পূর্ব্বক) মহাশয়! ক্ষান্ত হউন।

ভীম। (অর্জ্জুনকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) যাও, তোমাদের ইচ্ছা হয়, দুর্য্যোধনের সাহায্য কর, আমি অদ্য জরাসিন্ধু-বধের ন্যায় উহাকে পশুবৎ বিনাশ করিব।

অর্জ্জুন। (পুনর্ব্বার ভীমকে ধারণ পূর্ব্বক) মহাশয়! রাগান্ধতা প্রযুক্ত ধর্ম্মাজ্ঞা, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। শত্রুগণের মনস্কামনা যে, আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হয়; তাহা পূর্ণ করিবেন না।

ভীম। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ! শৈশবাবধি আমা কর্ত্তৃক মহাশয়ের কখন কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় নাই; রণে, বনে, বিপদে, সম্পদে, মহাশয়ের আজ্ঞাই আমার নিয়ম। এক্ষণে

আমার সাধ্যাতীত আজ্ঞা করিয়া আমাকে তল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য করিবেন না। মহারাজ! অতি ক্ষুদ্র ও হীনবল টুন্টুক পক্ষীও শ্যেন কর্ত্তৃক লক্ষিত আপন জায়াপত্য রক্ষার্থে যথাসাধ্য নিজ পরাক্রম প্রকাশ করে। আর আমি দধীচির অস্থি অপেক্ষাও দৃঢ়তর বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া, সসৈন্য-লক্ষৈক-নৃপসমুদ্র-মথনোত্থিত, অমূল্য স্ত্রী-রত্ন যাজ্ঞসেনীর নীচ কর্ত্তৃক অপমান দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল থাকিব? দোহাই মহারাজ! দোহাই ধর্ম্মের! অনুমতি করুন, আমি ঐ ভারত-কুলের পশু, নরাধম দুর্য্যোধনের মুণ্ড বামপদাঘাতে চূর্ণ করি।

যুধি। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভীম! তুমি কি আমাকে সত্য লঙ্ঘন করিতে বল? আমি রাজা যুধিষ্ঠির, পুনরায় তোমাকে কহিতেছি সাম্য হও।

ভীম। (অধোমুখে আসন পরিগ্রহণ করেন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনা—রাজপুরস্থ গৃহ।)

বিদুর। (স্বগতঃ) ভুবনোজ্জ্বল ভারতকুল, এতদ্দিনে সমূলে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা যথার্থই কহিয়াছেন; যে, যেরূপ দিবাপ্রকাশানন্তর তরুণ অরুণ

উদয়াচল হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার কর-নিকর প্রখরতর জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট হইতে থাকে, পরে মস্তকোপরি আগমন করিলে, তাঁহার তেজের ও ঊর্দ্ধগমনের পরাকাষ্ঠা হইয়া ক্রমেই তাঁহাকে হ্রাস ও অধোগামিতা প্রাপ্ত হইতে হয়, পরিশেষে অস্তগত হইলে দিবার সকল শোভার পর্য্যবসান হয়। এই মর্ত্ত্যলোকেরও সকল ব্যাপার সেইরূপ। ত্রিলোক পূজিত অতুল পরাক্রান্ত, রাজা ও রাজকুল সকলও এই নিয়মের অধীন। ভারত-কুলের এ নিয়ম বহির্গত হওনের সম্ভাবনা কি? অদ্যাবধি এ পর্য্যন্ত ভারতকুল এরূপ দীপ্তিবিশিষ্ট আর কখনই হয় নাই, কিন্তু বোধ হয়, এই দীপ্তি তাহার চূড়ান্ত দীপ্তি! বুঝি ভারত-সূর্য্য এক্ষণে অস্তাচলগামী হইলেন। অদ্য যে বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহাতেই ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ছারখার হইবে, ইহা নির্ব্বাণের কোন উপায় নাই। মদান্ধ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর ভয়ানক অপমানের প্রতিফলস্বরূপ কুরুবংশ নিপাত করণে পাণ্ডবদিগকে কে বিরত রাখিবে? অশেষ ক্ষতিরও পূরণ আছে,—মার্জ্জনা আছে, কিন্তু অপমানের পূরণ নাই, মার্জ্জনাও নাই, অপমানে দগ্ধীভূত হৃদয় স্নিগ্ধকরিবার শত্রুশোণিতই একমাত্র উপায়। পূর্ব্বে যেরূপ সুন্দ উপসুন্দ তিলোত্তমার নিমিত্তে পরস্পর যুদ্ধকরিয়া নিহত হয় তদ্রূপ কুরুবংশ পাণ্ডুবংশ রাজ্য লোভে নষ্টহইবে "লোভাৎ পাপং পাপাৎ মৃত্যুঃ" একবার দেখাও উচিত। (গমনোদ্যত)

বিকর্ণ। (প্রবেশ করিয়া বিদুরের প্রতি) মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কোথায়

গমনোদ্যত হইয়াছেন? আপনাকে এরূপ বিচলিত-চিত্ত দেখিতেছি কেন?

বিদুর। একবার সভায় গমন করিব।

বিকর্ণ। আমি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সভা হইতে আসিয়াছি, মহাশয় সভা ছাড়া কতক্ষণ?

বিদুর। আমি এইক্ষণ মাত্র সভার ভয়ানক ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখানেও স্থির হইতে পারি না, না জানি, এতক্ষণ কি প্রলয় হইয়া গিয়াছে।

বিকর্ণ। দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদীকে আনয়নের ভারার্পণ হইয়াছে, আমি এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, তৎপর আর কি কিছু নূতন কাণ্ড হইয়াছে?

বিদুর। কি আশ্চর্য্য, তুমি কি কিছুই জ্ঞাত নও, কুরুকুল যে এক কালে যায়!

বিকর্ণ। এবার নূতন সমাচার কি? অধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই এই ফল হয়, এক্ষণে কি নূতন ব্যাপার হইয়াছে বলুন, পরে আমিও মহাশয়ের সঙ্গে গমন করিব।

বিদুর। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে আনয়নের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করত এককালে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশোদ্যত হওয়াতে রাজমাতা কুন্তিদেবী তাহার সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অনেক প্রবোধ দেন ও নিষেধ করেন। কিন্তু সে সকল শ্রুতমশ্রুত করিয়া বর্ব্বর পশুর ন্যায় তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ পুরঃসর তাঁহাকে রাজসভায় আসিতে বলায়, তিনি বলেন যে, আমি রাজমহিষী বিশেষতঃ ভারতকুলের কুলবধূ, তুমিও

ভারত-সন্তান, বিবেচনা কর, আমাকে রাজসভায় লইলে অপমানের আর সীমা থাকিবেক না। ইহাতে দুঃশাসন অনেক প্রকার অশ্রাব্য অবক্তব্য কটুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেক যে “যদি তুমি সহমানে না যাও, তবে তোমাকে বলপুর্ব্বক লইয়া যাইব।” ইহাতে দ্রুপদবালা সাশ্রুনয়নে অনেক বিনয় করিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন ; যে, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি এক্ষণে রজস্বলা ও এক-বস্ত্রা আছি। দুঃশাসন এক কথায় ব্যঙ্গপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেক, “তুই স্বৈরিণী, বেশ্যার আবার রজস্বলাই বা কি, একবস্ত্রাই বা কি।” এই কহিয়া—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ব্যাসাদি ঋষিগণ রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার যে কেশ বেদমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা ধারণ করিয়া কৃষ্ণাকে রাজসভায় আনয়ন করিলেন।

বিকর্ণ। হা! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ! সভামধ্যে কি একজনও ক্ষত্রিয় ছিল না? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে সমুদয় ক্ষত্রিয়াঙ্গনার কেশা কর্ষণ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়-সভায় স্ত্রীলোকের অপমান, আর সে স্ত্রী যে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষী! যাঁহার সম্মুখে ক্ষত্রিয় মাত্রেই নতমস্তক হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। সভায় কি ক্ষত্রিয়কুলতিলক, ভীষ্মদেব ছিলেন না?

বিদুর। হাঁ ভীষ্ম ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়পাশে তাঁহার হস্ত পদ বদ্ধ ছিল। কিন্তু যে ভীষ্ম পিতৃক্ষোভ নিবারণার্থে রাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক, স্ত্রীবর্জ্জন পূর্ব্বক, ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও পূজ্য হইয়াছেন, ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হইলেও যাঁহার মনে বিকার জন্মে না, সেই ভীষ্ম দ্রৌপদীর অবস্থা

অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের ন্যায় রোদনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিরস্ত হইতে অনুনয় করিয়াছেন। ফলতঃ ভয়ানক অপমানে ম্লানবসনা, সজলনয়না, ছিন্নবেশা, গৃহীত-কেশা, পাণ্ডব-ললনার সুপর্ণ-ধৃষ্ট নাগিনীর ন্যায় কাতরতা দর্শনে দুর্য্যোধন ও তৎপারিষদগণ ব্যতীত সভামধ্যে শুষ্ক-নেত্রমাত্রেই ছিল না।

বিকর্ণ। বলুন বলুন মহাশয়, সভাতে আনয়নের পর পাষণ্ডেরা আর কি করিল।

বিদুর। কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর ঈদৃশী দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়া দূরে থাকুক, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া ব্যঙ্গপূর্ব্বক কহিলেক, "অহো! স্বয়ম্বরকালে লক্ষ ভূপতির অভিলষিত অযোনিসম্ভবা যে দ্রুপদবালা, সে কি এই? রাজা যুধিষ্ঠির যে পঞ্চপুরুষভোগ্যা রমণীকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেক করেন, সে কি এই? কও কৃষ্ণা! তোমার বাহুদর্পে দর্পিত, রাজ্য-মদে উন্নতমস্তক স্বামিগণ কোথায়?" পরে অঙ্গুলি দ্বারা মলিন বেশে সভাতলে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবকে দেখাইয়া কহিলেক "কই, উহারা তো তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলেক না? ছি ছি সুন্দরী! তুমি এরূপ মনোলোভা নায়িকা হইয়া নির্ব্বীর্য্য শৃগালের ন্যায় পাঁচটা কাপুরুষের বশতাপন্ন ছিলে?" "ওহে, এক্ষণে আমার পঞ্চদাসকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত কর," "কও সখা কর্ণ! কাহাকে কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত করি? প্রথমতঃ দ্রৌপদীকে ভানুমতীর তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী করা যাউক কিন্তু দ্রৌপদীর আর বস্ত্রালঙ্কারাদি শোভা পায় না, সকল

কাড়িয়া লইয়া দাসীর উপযুক্ত বেশ ধারণ করাও।” ইহাতে দ্রৌপদী “আমাকে কেহ স্পর্শ করিও না” এই কহিয়া আপন অঙ্গ হইতে সকল আভরণ ত্যাগ করিলেন। পরে দুষ্টেরা এক মলিন জীর্ণ বস্ত্র তাহাকে পরিধান করিতে বলাতে তিনি কহিলেন “আমি কুলাঙ্গনা, কি প্রকারে সভামধ্যে বস্ত্র-ত্যাগ করিব ? মহারাজ ! আমি রাজরাণী ভানুমতীর দাসী সভামধ্যে আমার এরূপ তিরস্কার শোভা পায় না।” এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় হইয়া কহিল “কিরে পুংশ্চলি ! দাসী হইয়া প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করিস্ ? তোর এত স্পর্দ্ধা, ওহে দুঃশাসন ! ইহাকে বলপূর্ব্বক উলঙ্গ করিয়া ইহার দর্প চূর্ণ কর।” সে পামরও আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রেই উঠিয়া দৌপদীর বস্ত্র ধারণ করিল।

বিকর্ণ। তৎকালে পঞ্চ পাণ্ডব ও সভাস্থ অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ কি কেহই জীবিত ছিলেন না ? দেবতারাও কি সেকালে নিদ্রিত ছিলেন ? ধরাই বা কি প্রকারে এরূপ পাপিষ্ঠ-দিগের ভার বহন করিলেন ? বিদীর্ণ হইয়া যে, সকলকে এককালে গ্রাস করিলেন না, এই চমৎকার। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য কি সকলই মিথ্যা ?

বিদুর। বাপু স্থির হও, শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ কর, ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখ ! দুঃশাসন যখন দৌপদীর বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল, তখন বোধ হয়, স্বভাবের নিজভাব পরিবর্ত্তন হইলে দিবাকর পূর্ণ রাহুগ্রস্তের ন্যায় বিবর্ণ ও মন্দতেজ হইলেন, দশদিক্ অন্ধ-কার, সভার চতুষ্পার্শ্বে শিবাগণ ঘোর রব করিতে লাগিল

সমস্ত সভা হাহাকার-ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। এমত সময়ে সভাতল হইতে নিবিড় অরণ্যানী মধ্যস্থ শার্দ্দূলগর্জ্জনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর শব্দে লোক সকলকে স্তব্ধীভূত করিয়া বিস্ফুরিতাধর বালার্ক-সদৃশ লোহিত-লোচন কালান্তক-মূর্ত্তি ভীমসেন সভাতল হইতে এক লৌহমুদ্গর ধারণপূর্ব্বক এক লম্ফে দুর্য্যোধনের সমীপস্থ হইয়া একাঘাতেই তাহার মস্তক চূর্ণ করে, এমন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাহার হস্ত ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সভাতলে লইয়া গেলেন। ভীমসেন ক্রোধে, অভিমানে, ও দারুণ অপমানে প্রতিফল প্রদানে প্রতিহত হইয়া এক কালে জ্ঞানশূন্য ও অধৈর্য্য হইয়া অর্জ্জুনের স্কন্ধ ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত দৌপদীকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "ভাই ঐ দেখ, দ্রৌপদীকে সভামধ্যে উলঙ্গ করে, আর আমি তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার প্রাণ যায়, আমি আর বৃথা ভুজভার বহন করিতে পারি না, খড়্গ আনয়ন পূর্ব্বক আমার ভুজদ্বয় ছেদন কর।"

বিকর্ণ। হা! যুধিষ্ঠির কেন উপযুক্ত প্রতিফল প্রদানে ভীমকে নিবৃত্ত করিলেন?

বিদুর। রাজা যুধিষ্ঠির অঙ্গীকারপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "উদয়তি যদি ভানু পশ্চিম দিগ্ বিভাগে, বিকশিত যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।"

বিকর্ণ! তৎপরে দৌপদীর কি দশা হইল, বলুন।

বিদুর। তৎপরে যে অদ্ভূত ব্যাপার হইল শ্রবণ কর, দুঃশাসন বর্ব্বরের ন্যায় বলপূর্ব্বক বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, দ্রৌপদী

ব্যাঘ্রমুখে কুরঙ্গিণীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া করিতে লাগিলেন "রক্ষ নাথ! রক্ষ রক্ষ! আমি সিংহ-গৃহিণী শৃগাল দ্বারা আমার তিরস্কার" বারম্বার এইরূপ কাতরোক্তি করাতে রাজা যুধিষ্ঠির সজল জলদের ন্যায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন:"ভদ্রে! দেখ,সিংহের এক্ষণে ক্ষমতা কি? ধর্ম্মরূপ সত্যরূপ সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে, অতএব যিনি হংসকে শুক্লবর্ণ করিয়াছেন, যিনি শুককে হরিদ্বর্ণ করিয়াছেন, যিনি ময়ূরকে চিত্রিত করিয়াছেন, সর্ব্বতাপ-হারক সর্ব্বদুঃখবিমোচক, ধর্ম্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা, ভক্তবৎসল, সেই ভগবানকে স্মরণ কর।" এই কথা শ্রবণ মাত্র দৌপদী নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ভগচ্চরণার-বিন্দে মনোনিবেশ করিলেন, দুঃশাসনও বস্ত্র হরণ করিল, কিন্তু কি চমৎকার ব্যাপার, বলিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, বস্ত্র হরণ করাতে উলঙ্গ না হইয়া তাঁহার দেহ অন্য বস্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ আচ্ছাদিত রহিল, দুঃশাসন সে বস্ত্র হরণ করাতে অন্য বস্ত্র দ্বারা দৌপদীর শরীর পুনরাচ্ছাদিত হইল। এই রূপে পুনঃ পুনঃ যত বস্ত্র হরণ করে, তত নূতন নূতন বস্ত্রে দৌপদীর দেহ আবৃত হয়। এইরূপে স্তূপে স্তূপে নানা-প্রকার নানা বর্ণের বস্ত্র যে কতই একত্র হইল, তাহার সংখ্যা নাই। কোথা হইতে যে বস্ত্র সকল আইসে, কে যোগায়, কেহই দেখে না। দুঃশাসন বস্ত্রহরণশ্রমে এককালে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। সভাস্থ সকলে এ প্রকার অসম্ভব দৈব-লীলা দৃষ্টি করিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। আর যে সকল নগরবাসী লোক সভা-

তলে উপস্থিত ছিল, তাহাদের ধন্য ধন্য শব্দে গগন ভেদ হইতে লাগিল, দ্রৌপদীকে একবার নয়নগোচর করিয়া মানবজন্মের সাফল্য করিবার আশয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল। এমত কালে ভীমসেন সভাতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে লোক সকলকে স্তব্ধ করিয়া কহিলেন "সভাস্থ সকলে আমার বাক্যে মনঃসংযোগ কর, হে দেবতাগণ! তোমারাও শ্রবণ কর ও সাক্ষী হও, রে গর্ভস্রাব ভারতকুলের পশু দুর্য্যোধন! তুইও শ্রবণ কর, আমি এই জনসমাজে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে আমি নিজ হস্তে গদাঘাতে চূর্ণ করিব, গদা ভিন্ন অন্য অস্ত্র ধারণ করিব না, আর এক এক করিয়া উনশত সহোদরকে অগ্রে বধ করিয়া উনশত বার দুর্যোধনের হৃদয় ভ্রাতৃ শোকে জর্জ্জরীভূত করিয়া, সর্ব্বশেষে মিষ্টান্ন ভোজনের ন্যায় তাহাকে বিনষ্ট করিব। যদি এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে না পারি, তবে আমার ঊর্দ্ধাধঃ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীম এরূপ ভয়ানক অট্টহাস্য করিল যে, সভাস্থ সকলে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলেন। এমত সময় অন্ধরাজ সভার সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার বিশেষতঃ নিজ কুলবধূর সভামধ্যে অপমান আর ধর্ম্মবলে তাহার মানসম্ভ্রমের এরূপ আশ্চর্য্য দৈব রক্ষা শ্রবণে তাঁহার জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন প্রযুক্তই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক, দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে লইয়া অনেক প্রকার ধন্যবাদ করিয়া মধুর বচনে তাঁহাকে বিস্তর সান্ত্বনা করিলেন, আর দ্রৌপদীর বিনয়ে তুষ্ট

হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন, বৃহস্পতির অপেক্ষা বুদ্ধিমতী কৃষ্ণা কৌশলক্রমে আপন স্বামিগণের স্বাধীনত্ব ও ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্য যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছেন। পাণ্ডবেরা মেঘনির্ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, আমি দেখিয়া আসিয়াছি।

(বৃষকেতুর প্রবেশ।)

বিদুর। এই যে বৃষকেতু, কি, সভার সংবাদ কি?

বৃষ। আর সংবাদ কি, সকলই মঙ্গল! দুর্দ্দৈব যারে নষ্ট করে, তারে কে রক্ষা করিতে পারে? অন্ধ পুনরায় পাশাক্রীড়ার অনুমতি করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরও সম্মত হইয়াছেন।

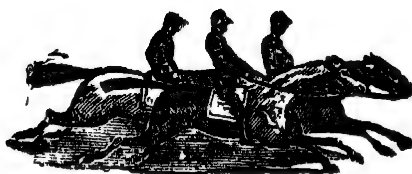
বিদুর। হা, দুরাচার অন্ধ,বিধাতা কি তোর জ্ঞানচক্ষুও অন্ধ করিয়াছেন, আপন কুবুদ্ধিতেই আপনি বিনষ্ট হবি। তা এ ঘটন কি প্রকারে উপস্থিত হইল? আমি ত এক প্রকার সকল সামঞ্জস্য হইয়াছে, ও পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, দেখিয়া আসিয়াছি।

বৃষ। হাঁ, রাজা যুধিষ্ঠির সকল উদ্যোগ করিয়া কেবল ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিবেন, ইত্যবসরে দুর্য্যোধন দুষ্ট সরস্বতীর বরপুত্র শকুনিকে সঙ্গে লইয়া অন্ধের নিকট বিস্তর অনুযোগ করিয়া কহিল, "এত কষ্টে প্রবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় শত্রুকে স্ববশে আনয়ন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে চপেটাঘাত করা, তক্ষকের মুণ্ড ত্যাগ করিয়া পুচ্ছে পদাঘাত করা, এ কিরূপ বিবেচনা। এ এক প্রকার আত্মহত্যা করা মাত্র। যদি পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিবারই মানস

ছিল, তবে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করিবার পূর্ব্বেই কেন না করিলেন। এক্ষণে তাহারা দারুণ অপমানে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ হইয়াছে। মহারাজ! দৌপদীর স্বয়ম্বরে রিক্তহস্তে পাণ্ডব-দিগের পরাক্রম কি স্মরণ হয় না? এক্ষণে তাহারা সশস্ত্রে, সসৈন্যে সজ্জিভূত হইয়া আসিলে কি রক্ষা আছে? কে তাহা-দিগকে প্রবোধ দিবে? আশু প্রতিফল প্রদানে কে তাহা-দিগকে বিরত রাখিবে? দ্রৌপদীর অপমান তো এক প্রকার মহাশয়ের অনুমত্যনুসারেই হইয়াছে। যখন আমি দৌপদীকে সভায় আনাইতে অনুমতি করি, মহাশয় আমাকে বারণ না করিয়া বরঞ্চ "আমার এ স্থলে আর থাকা উপযুক্ত নয়" এই ইঙ্গিত করিয়া সভা হইতে উঠিয়া আসি-লেন। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে আমাকে বিনষ্ট করাই মহাশয়ের মানস। এতদ-পেক্ষা কেন জন্ম মাত্র আমাকে বিষ প্রদান করেন নাই? এক্ষণে আমার বিনাশের মূল মহাশয়ই হইলেন। পুত্রহত্যার পাতক মহাশয়কেই ভোগ করিতে হইবে। আমি শত্রু-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া শত্রুর মনে আনন্দ প্রদান অপেক্ষা আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" এইরূপে বিস্তর রোদন করাতে অন্ধ মোহান্ধ হইয়া কহিলেক "দুর্য্যোধন! বিগত বিষয়ে অনুশোচনা করিয়া বৃথা অনুতাপ করিও না, আর আমাকেও তাপিত করিও না। কি উপায়ে পাণ্ডব পুনরায় বন্দী হয়; তাহার পরামর্শ কর।" শকুনি উত্তর করিল "উপায় স্থির করাই আছে, পুনরায় পাশাক্রীড়ায় অনুমতি প্রদান করুন। মহাশয় আজ্ঞা করিলে যুধিষ্ঠির কখন অস্বী-

কার করিবেন না।” এই পরামর্শ অনুসারে অন্ধ পুনঃ ক্রীড়ার অনুমতি করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠিরও স্বীকার করিয়াছেন। এবার ক্রীড়ার পণ এই যে, পরাভূত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, আর এই অজ্ঞাত-বৎসর-মধ্যে প্রকাশ হইলে, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। চলুন, সভায় গিয়া দেখি, আবার কি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে।

(উভয়ের গমন।)





পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজপুরস্থ গৃহ।

(পঞ্চ পাণ্ডব, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি আসীন)

ভীষ্ম। রাজাদিগের কানন-বিহারের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির নিকটস্থ কোন রম্য উপবনে সপরিবারে বাস করুন। দাস দাসী, সৈন্য সামন্ত, ধন রত্ন, হয় হস্তী, রথ শিবিকাদি সঙ্গে গমন করুক। দ্বাদশ বৎসর এইরূপে যাপন করিয়া পরে বৎসরেক অজ্ঞাত বাসানন্তর পুনরায় গৃহে আগমন করিবেন।

দুর্য্যো। মহাশয় যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, তাহাতে পণের নিয়ম ভঙ্গ হয়। যেহেতু—

ভীষ্ম। তবে তোমার অভিমত কি? পাণ্ডবেরা কি জটা বল্কল ধারণ করিয়া বনে গমন করিবে?

দুর্য্যো। আজ্ঞা, তাহাতে অসঙ্গত কি? বরঞ্চ ইহাতেই যথার্থ পণের ধর্ম্মরক্ষা ও সত্য প্রতিপালন হয়।

ভীষ্ম। কেন, যখন পণ করা হয়, তখন কি বেশে কি অবস্থায় বনে গমন করিতে হইবেক, তাহার তো কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে—

দুর্য্যো। হাঁ, যথার্থ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় নাই বটে, কিন্তু উভয় পক্ষে সকলেই মনে মনে জানেন (এখন যিনি যাই বলুন)। যে, বনগমনপণের যথার্থ এই মর্ম্ম। এক্ষণে তাহাতে স্বতন্ত্র অর্থ সংলগ্ন করিয়া অন্যথাচরণ করা কেবল সত্যকে বঞ্চনা করা মাত্র।

শকুনি। বাপু দুর্য্যোধন যথার্থ বলেছ। ইতিহাসে এ বিষয়ের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত আছে। পূর্ব্বকালে কোন এক রাজা নিজ শত্রুর কোন এক দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দুর্গবাসীরা রাজার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে আপনাদিগকে অক্ষম জানিয়া দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিল। রাজাও দুর্গ বেষ্টন করিয়া দুর্গমধ্যে আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপ সতর্কে রহিলেন। কিছুদিন পরে দুর্গমধ্যে অন্নকষ্ট হওয়াতে দুর্গবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিলেক, যে, যদ্যপি মহারাজ ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমাদের শিরশ্ছেদন করিবেন না, তবে আমরা এই দণ্ডেই দুর্গদ্বার অনর্গল করিয়া মহারাজের শরণ লই। রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করিলেন যে, দুর্গবাসী এক প্রাণীরও মস্তক ছেদন করিবেন না। দুর্গস্থ ব্যক্তিরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া দুর্গদ্বারোদ্ঘাটন করিবা মাত্র রাজা সকলকে ধৃত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক একটা প্রকাণ্ড

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হতভাগারা হা হতোস্মি করিয়া কহিল "মহারাজ এ কি? প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? না রাজার ধর্ম্ম?" রাজা উত্তর দিলেন "আমি কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম? আমি ত কাহারো স্কন্ধ হইতে মস্তক বিয়োগ করি নাই।" রাজা যুধিষ্ঠিরের সসম্পদে বনবিহার করাও এইরূপে সত্য পালন করা হয়।

দুর্য্যো। মাতুল! অতি যোগ্য ইতিহাসই বলেছ। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া জটাবল্কল্‌ধারী হইতে হয়, বনে গমনের এই নিয়ম পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। ত্রেতাবতারে রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনগমনকালে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহা হউক, এ বিষযে আমার অধিক বলিবার বাসনা নাই। সত্যাভিমানী ধর্ম্মনাম-ধারী যুধিষ্ঠিরের বিবেচনায় যাহা হয়, তাহাই আমার স্বীকার।

সকলে। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি তপস্বীর বেশ ধারণ করিবার পণতো করেন নাই—

যুধি। মহাশয়েরা আমাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি ত অকপটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। পণের বিষয় রাজা দুর্য্যোধন যে নিয়ম করিতেছেন, আমার বিবেচনায় তাহাই সর্ব্বতো-ভাবে সঙ্গত। আমরা তপস্বী বেশ ধারণ না করিলে সত্যচ্যুত হইয়া ধর্ম্মে পতিত হইব। অতএব আমরা এই দণ্ডেই জটাবল্কল্ ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হই। (দ্রৌপদীর সহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান।)

বিদুর। (হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক)। ধন্য হে পুরুষসিংহ, তুমিই ধন্য! কুন্তীদেবী তোমার জননী, অতএব তিনিও ধন্য! তোমাকে ধারণ ক'রে বসুন্ধরা ধন্য! তোমার উদ্ভবে ভারতকুল ধন্য! হে ভীষ্ম! এরূপ পৌত্রে তুমি ধন্য! তুমি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা পালন ক'র! উৎকটব্রত ধারণ ক'রে ভীষ্মনাম প্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু তোমার পৌত্র তোমা অপেক্ষা উৎকট কঠোর সত্য পালন করিল। তুমি নিজ পিতৃকার্য্য সাধনার্থ ব্রতচারী হইয়াছ, রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চক কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া শত্রুকার্য্য সাধন সত্বেও সত্যের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন।

ভীষ্ম। হে সুধীবর! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য। রাজা যুধিষ্ঠির আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। জনপদে যে ইহাকে ধর্ম্ম-নাম প্রদান করিয়াছে, তাহা সার্থক। এরূপ নরশ্রেষ্ঠেরা দেবতাদেরও পূজনীয় হন।

দুর্য্যো। (কর্ণের প্রতি) সখা! পাণ্ডবেরা বৃদ্ধদের নিকট বিলক্ষণ ধন্যবাদ লাভ করিতেছে।

কর্ণ। তাইতো. পাশাতে পরাভূত হইয়া উহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে— হস্তী, অশ্ব শকটাদি তো কিছুই নাই, এত ধন্যবাদ কি প্রকারে বহন করিয়া লইবেক।

দুর্য্যো। না হয় দুই একখান শকট সঙ্গে দেওয়া যাউক। যা হউক, অন্যান্য সকলে ধন্যবাদ আহার ক'রে প্রাণ ধারণ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ভীমের তো শুদ্ধ ধন্যবাদে উদরপূর্ত্তি হইবে না!

(উভয়ে হাস্য।)

(পাণ্ডবদিগের তাপস-বেশে প্রবেশ।)

যুধি। (সভাস্থ সকলের প্রতি) মহাশয়েরা এক্ষণে প্রসন্নচিত্তে আমাদিগকে বিদায় দিন। আর এ বিষয়ে বিষণ্ণ হইবেন না। সকল ধর্ম্মের মূল যে সত্য, অনন্ত অব্যয় পরব্রহ্মের স্বরূপ যে সত্য, তাহারই অনুরোধ রক্ষার্থে বনে গমন করিতেছি। আমি অকপটে বলিতেছি যে, প্রথম ইন্দ্রপ্রস্থে অভিষেক-সময়াপেক্ষাও এক্ষণে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইতেছে। আর দ্বাদশবৎসরান্তে অজ্ঞাত-বৎসর-মধ্যে যদ্যপি প্রকাশিত হই, তবে এইরূপ হৃষ্টচিত্তে পুনরায় বনে গমন করিব। সত্য-পথে পশ্চাৎপাদ কখনই হইব না।

ভীষ্ম। সাধু! সাধু! হে যুধিষ্ঠির! তুমিই ধন্য পুরুষ, তোমার জননীই যথার্থ সূতিনী, আর সকল স্ত্রীলোক নাম মাত্র সূতিনী, বস্তুতঃ বন্ধ্যা।

দুর্য্যো। সাধু! যুধিষ্ঠির সাধু! উপযুক্ত অবস্থা সংঘটন না হইলে মনুষ্যের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশ পায় না। অতএব এ পাশক্রীড়াও ধন্য! যদুপলক্ষে তোমার এ লোকাতীত সত্যপরায়ণতা প্রকাশ হইল। এক্ষণে ধার্ম্মিক পুরুষ মাত্রেরই এই প্রার্থনা করা উচিত যে, তুমি অজ্ঞাত-বৎসর-মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় বনে গমন কর। সত্যের গৌরব বৃদ্ধি কর, আর জনসমাজে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হও। আমরা নরাধম পর্য্যন্ত তোমার নশ্বর প্রপঞ্চ ইন্দ্রপ্রস্থ ভোগ করি। (হাস্য)

ভীম। (অগ্রসর হইয়া) আমিও রাজা যুধিষ্ঠির হইতে সত্য-পরায়ণতাতে ন্যূন নই। আমিও সত্যরক্ষার্থে অতি হৃষ্ট

চিত্তে বনে গমন করিতেছি। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বৎসরান্তে অজ্ঞাতবৎসর-মধ্যে যদি প্রকাশ হন, তবে পুনরায় বনে গমন করিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা করিবেন। আমি এরূপ অনিশ্চিত ঘটনার উপর সত্যের মহিমা নির্ভর রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। অতএব আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অজ্ঞাতবৎসরমধ্যে প্রকাশ হই বা না হই, ত্রয়োদশবৎসরান্তে অবশ্যই পুনরাগমন পূর্ব্বক গদাঘাতে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মস্তক চূর্ণ করিব। ইহার অন্যথা হয়, তবে ভীমশব্দ যেন কাপুরুষত্ব ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হয়।

দুঃশাসন। ভাল, আগে তো ফিরে আইস, পরে যা হয় তাহা করিও।

ভীম। হা! দুরাচার দ্বিপাদ পশু! আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর্ ও ত্রয়োদশবৎসর সুখ-নিদ্রা হইতে বঞ্চিত হ। সভাস্থ সকলে শ্রবণ কর, এই পামর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছে, শৃগাল হইয়া সিংহ-দারা লঙ্ঘন করিয়াছে, ক্ষত্রিয়ের প্রাণে এরূপ দুঃসহ অপমান কখনই সহ্য হয় না। ত্রয়োদশ-বৎসরান্তে অবশ্যই সমরানল প্রজ্বালিত হইবে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। সেই যুদ্ধে, কুরু পাণ্ডব উভয় সৈন্য সমক্ষে এই পাপিষ্ঠকে রণমধ্যে ধারণ করিয়া—দেখ, আমার বজ্রসম দশ নখ দেখ, আমি এই নখ দ্বারা সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতির বক্ষঃ বিদারণ করিয়াছি—আমি এই নখ দ্বারা উহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া উহার যেরূপ পশুবৎ আচার সেইরূপে পশুবৎ বধ করিব। কেহই রক্ষা করিতে

পারিবেন না, আর উহার হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া অপমানানলে দগ্ধ এই আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করিব।

কর্ণ। কর্ণনামে বীর বর্ত্তমান থাকিতে তো নয়।

অর্জ্জুন। অরে মূঢ়! পরপিণ্ডজীবি কৌরব-কিঙ্কর! তোর কাল-স্বরূপ আমাকে দর্শন কর। অরে সূতপুত্র! যদি সকুণ্ডল তোর মস্তক ধূলিসাৎ না করি, তবে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিব।

শকুনি। এইতো বটে, মহাবীর তুমি, না পার কি? কিন্তু বাবা যদি পুনরায় পাশক্রীড়া করি? সাবধান।

নকুল। কেন? আমি তোমার সঙ্গে পাশা খেলিব। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের কোষ্ঠ, আর অস্ত্রগণ আমাদের পাশা হইবেক। অরে দুর্জ্জন! ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বাণাঘাতে তোরে বধ করিব না, তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ ক্রমে ক্রমে ছেদন-পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ডাকৃতি করিয়া পরিশেষে বিনাশ করিব।

সহদেব। আমার কোন প্রতিজ্ঞা নাই; আমার সামান্য প্রতিজ্ঞা এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরব বা কুরুদলস্থ অস্ত্রধারী প্রাপ্তিমাত্রেই বধ করিব, দয়া মমতাদি সকল বিসর্জ্জন দিয়া, পরিহার প্রার্থনা করিলেও ক্ষমা করিব না—

দ্রৌপদী। এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। অদ্য আমি যেরূপ লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়াছি, বিধাতার সৃষ্টিতে কুত্রাপি কোন স্ত্রীলোক এরূপ হয় নাই। আমার এই আলুলায়িত কেশ দেখ। এই কেশ রাজসূয় যজ্ঞে সপ্ততীর্থ-জলে অভিষিক্ত হইয়াছিল, কিন্তু অতি জঘন্য ঘৃণিত পশু দ্বারা ধৃত হইয় অপবিত্র হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত ঐ পশুর শোণিতে এই কে·

পুনরভিষিক্ত হইয়া পবিত্র না হয়, আর কুরুবংশীয় অঙ্গনা-গণের পতিপুত্রশোকে আলুলায়িত কেশ দর্শন না করি, সেই পর্য্যন্ত ইহাকে এই রূপ মুক্ত রাখিব।

দুর্য্যো। সুন্দরি! অপমানে তোমার নীল নলিন নেত্রদ্বয় সজল হওয়াতে ও ক্রোধে তোমার বিম্বোষ্ঠ বিস্ফুরিত ও গণ্ডদ্বয় ঈষৎ আরক্তিম হওয়ায় কি চমৎকার শোভাই হইয়াছে! এরূপ অপমানিত না হইলে তো এরূপ শোভা প্রকাশ হইত না! তোমার লাবণ্য-সিন্ধু-মধ্যে যৌবন-তরঙ্গ কি মনোহর! তুমি যথার্থ রাজভোগ্যা, তুমি কি নিমিত্তে এ দরিদ্র তপস্বীদের সঙ্গে বনে গমন করিতেছ? তোমার ইচ্ছা হয় তো তুমি স্বচ্ছন্দে আমার পাটরাণী হইয়া থাক, আমি তোমার প্রেমাধীন হইয়া দাসবৎ নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে সেবা করিব। তোমার উপবেশন-যোগ্য স্থান এই—

(নিজোরু প্রদর্শন।)

ভীম। অরে গর্ব্বস্রাব অকাল-কুষ্মাণ্ড! তুই দ্রৌপদীকে যে উরু দর্শন করাইলি, রণক্ষেত্রে গদাঘাতে সেই উরু ভগ্ন করিয়া তোরে নিপাত করিব। আর তুই রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া বারম্বার সগর্ব্বে মস্তক চালন করিতেছিস্, বামপদাঘাতে তোর মস্তক সহিত সেই মুকুট চূর্ণ করিব। ইহাতে অন্যথা হয়, ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করিব।

(দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবদিগের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

—•*:::*•—

সমাপ্ত।